ত্রয়োদশ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

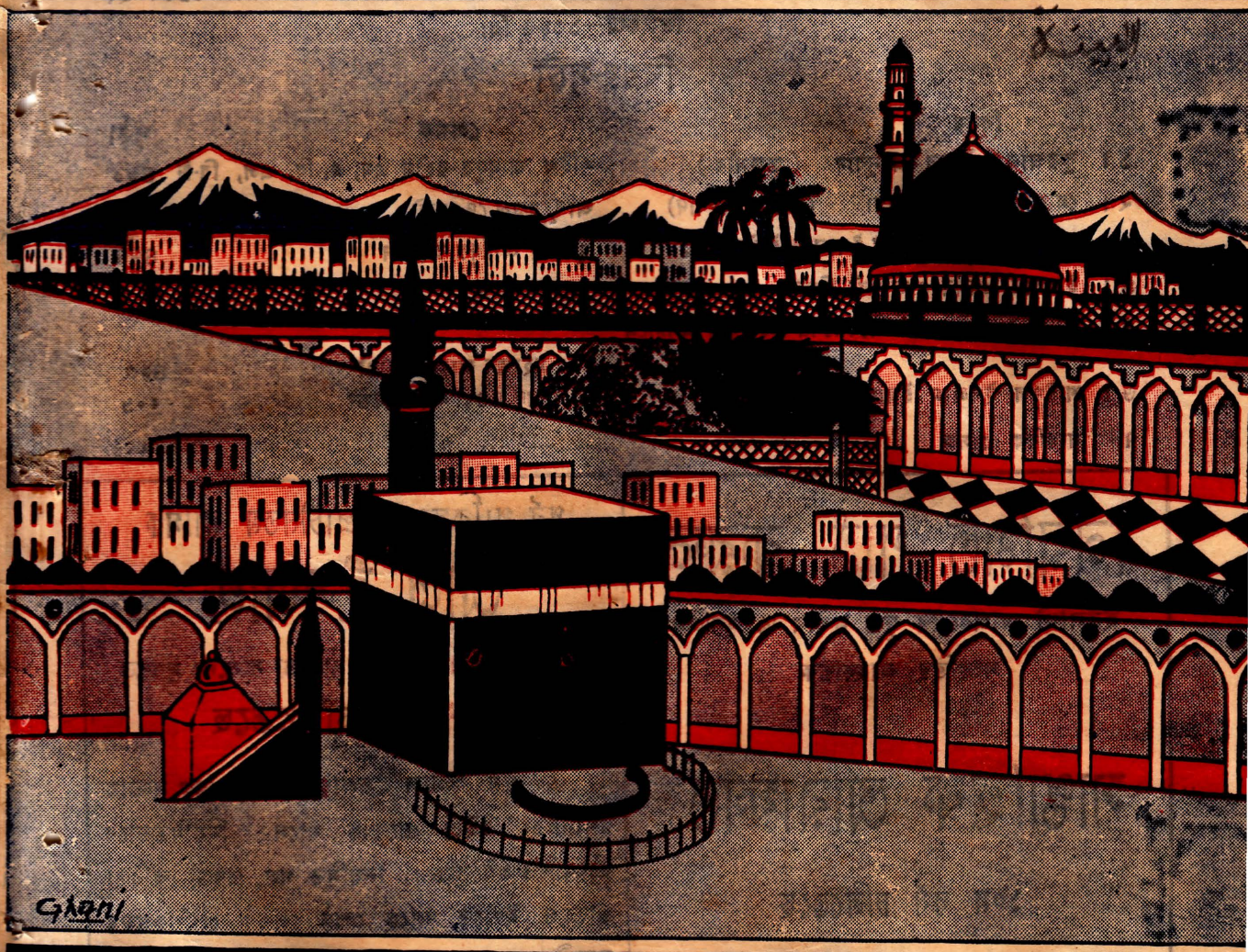

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

ত্রয়োদশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

চৈত্র—১৩৭৩ বাং　　মার্চ—১৯৬৭ ইং

জিলহজ্জ—১৩৮৬ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৪৬১
২। মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা (হাদীস অনুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৪৭৩
৩। মুজাদ্দিদে 'আযম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহঃ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৭৭
৪। ইসলাম প্রচার ও আরবী শিক্ষা	গোলাম মোহাম্মদ	৪৮৪
৫। জমঈয়ত কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ	ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী	৪৯৩
৬। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ	মোহাম্মদ মওবা বখশ নদভী	৫০৬
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ	....	৫১২

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১০ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৪শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেটে।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ত্রয়োদশ বর্ষ	চৈত্র, ১৩৭৩ বংগাব্দ ; জিল্‌হজ্জ, ১৩৮৬ হিঃ মার্চ, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ ;	১০ম সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা' আল্-বাইয়িনাহ

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

সূরা আল-বাইয়িনাহ্

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আল্-বাইয়িনাহ' শব্দ থাকায় ইহার নাম সূরা আল্‌বাইয়িনাহ হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ

১। কিতাবীদের ও মুশরিকদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী কাফির ছিল তাহারা [তাহাদের কুফরী] পরিত্যাগ করিবার পাত্র ছিল না যে পর্যন্ত তাহাদের নিকট না আসিবে প্রকাশ্য প্রমাণটি, ১

১। শব্দ-যোজনা ও বাক্য গঠন এবং ভাব ও অর্থ উভয় দিক দিয়াই এই আয়াৎটি হইতেছে কুরআন মজীদের দুরূহ আয়াৎগুলির মধ্যে একটি। নিম্নে ঐ দুরূহ প্রশ্নগুলির বিবরণ এবং উহার সমাধান দেওয়া হইল।

اهل الكتب আহ্‌লুল্ কিতাবের অর্থ "যাহাদের নিকট আল্লাহ কিতাব প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা"। কাজেই ভাষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আহ্‌লুল্-কিতাব বলিতে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে কিতাবপ্রাপ্ত যাবতীয় পয়গম্বরের উম্মৎদিগকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদে উহার অর্থের ব্যাপকতা হ্রাস করিয়া উহা দ্বারা কেবলমাত্র আরবের আহ্‌লুল্-কিতাব তথা য়াহূদী ও খৃষ্টান জাতিকে বুঝানো হইয়াছে।

المشركون মুশরিকের অর্থ অংশীবাদী। যে কেহ আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও ইবাদাৎ করে তাহাকেই মুশরিক বলা হয়। য়াহূদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও ইবাদাৎ করে তাহাদের প্রতিও মুশরিক শব্দটি অর্থের দিক দিয়া প্রযোজ্য। কাজেই কিতাবীদের মধ্যে যখন মুশরিক রহিয়াছে তখন এখানে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দুইটি দলরূপে কিতাবী ও মুশরিকের উল্লেখ সঙ্গত মনে হয় না। কারণ এইরূপ বিভাগের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, কিতাবী ব্যক্তি মুশরিক নয় এবং মুশরিক ব্যক্তি কিতাবী নয়, অথচ ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কালে কিতাবীদের মধ্যে বহু লোক মুশরিক ছিল। **ইহা হইতেছে প্রথম প্রশ্ন।**

আয়াতটির প্রথম অংশের তরজমা কেহ কেহ এইরূপ করিয়াছেন, "আহ্‌লে-কিতাবদিগের মধ্যে কাফির হইয়া গিয়াছে যাহারা, তাহারাও মোশরেক সমাজ..." এইরূপ তরজমা করা ঠিক হয় নাই। যদি 'আল্-মুশরিকীন' না হইয়া 'আল্-মুশ্‌রিকূন' থাকিত তবে ঐরূপ তরজমা হইত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: আয়াতটিতে বলা হইয়াছে "কিতাবীদের মধ্যে এবং মুশরিকদের মধ্যে যাহারা কাফির ছিল"। ইহার তাৎপর্য এই যে, সকল কিতাবীই যেমন কাফির ছিল না সেইরূপ সকল মুশরিকও কাফির ছিল না; বরং কিতাবীদের মধ্যে যেমন কেহ কেহ মুমিন ছিল সেইরূপ মুশরিকদের মধ্যেও কেহ কেহ মুমিন ছিল। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, কিতাবীদের মধ্যে মুমিন ও কাফির উভয়ই ছিল; কিন্তু শারী'আতে যেহেতু সকল মুশরিককেই কাফিরের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়, কাজেই তাহাদের মধ্যে কেহই মুমিন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এমত অবস্থায় "মুশরিকদের মধ্যে যাহারা কাফির ছিল" এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রশ্ন দুইটির সমাধানে ইমাম রাযী বলেন; এই আয়াতে "আল্-মুশরিকীন" শব্দটি "আহ্‌লুল্-কিতাব" পরিভাষাটির বিরুদ্ধ পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজেই এখানে 'আল্-মুশরিকীন' বলিয়া ঐ সকল লোককে বুঝানো হইয়াছে যাহাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে ইতিপূর্বে কোন কিতাব প্রেরিত হয় নাই। ফলে আয়াতটির এই অংশের অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপ— "কিতাবীদের মধ্যে এবং অকিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির ছিল।"

ইমাম রাযীর এই ব্যাখ্যায় উভয় প্রশ্নেরই যথাযথ সমাধান হইয়া যায়। কারণ ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র পয়গম্বরী লাভের অব্যবহিত পূর্বে আরবের কিতাবীদের মধ্য হইতে অন্ততঃপক্ষে তিনজন লোক মূর্তিপূজার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া মূর্তি-পূজা পরিত্যাগ করেন এবং সত্য ধর্মের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, সকল অকিতাবীই কাফির ছিল না।

তৃতীয় প্রশ্ন: لم يكن منفكين "তাহারা পরিত্যাগ করিবার পাত্র ছিল না।" তাহারা কোন্ বস্তু পরিত্যাগ করার পাত্র ছিল না তাহা আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তবে মাঝের كفروا (অবিশ্বাসী কাফির ছিল) শব্দটি হইতে উহা বুঝিয়া উঠিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। উহা ছিল তাহাদের 'কুফরী' ধর্ম।

চতুর্থ প্রশ্ন: حتى تأتيهم البينة যে পর্যন্ত তাহাদের নিকট না আসিবে প্রকাশ্য প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহা এই যে, এই কথাটি এই সূরার চতুর্থ আয়াতের সহিত বাহ্যতঃ খাপ খায় না। খাপ না খাওয়ার বিবরণ এবং কী ভাবে খাপ খাওয়ান যাইতে পারে তাহা চতুর্থ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হইবে।

البينة 'আল্-বাইয়িনাতু' শব্দটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (এক) ইতিপূর্বে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিতে যে প্রকাশ্য প্রমাণ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল সেই প্রমাণটি। (দুই) প্রমাণের মত প্রমাণ, পাকা-পোখত প্রমাণ, যাকে বলা যায় 'প্রমাণ বটে!' এই প্রমাণটির স্বরূপ পরের আয়াৎ-টিতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ঐ প্রমাণটি হইতেছে "একজন রাসূল।"

আল্-বাইয়িনাত প্রথম অর্থে হযরৎ মুহাম্মদ সঃ-র উপর প্রয়োগের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। কারণ হযরৎ মূসা আঃ, হযরৎ ঈসা আঃ প্রমুখ পয়গম্বরগণ নিজ নিজ উম্মৎকে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে প্রকাশ্য প্রমাণ-রূপে যে রাসূল আগমনের সুসংবাদ দিয়া যান সেই রাসূল-রূপী প্রমাণটি হইতেছে হযরত মুহাম্মদ সঃ। আর আল্-বাইয়িনার দ্বিতীয় অর্থে হযরত মুহাম্মদ সঃ-র প্রতি উহার প্রয়োগের অর্থ এই হয় যে, রাসূলুল্লাহ সঃ নিজেই হইতেছেন আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে আগত সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রশ্ন উঠে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে কোন্ বিষয়ের প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন? উত্তর হইবে, আল্লার মনোনীত ধর্মের তথা আল্লার তাওহীদ ও হযরৎ মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী (রিসালাত) সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রমাণরূপে। ফলে ইহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, হযরত মুহাম্মদ সঃ নিজেই হইতেছেন আল্লার তাওহীদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং তিনি নিজেই হইতেছেন নিজ পয়গম্বরীরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইমাম গাযালী প্রমুখ মনীষীগণ যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এই যে, চরম পৌত্তলিকতার পরিবেশে পয়দা ও লালিত পালিত হইয়া এবং সকল প্রকার দুনিয়াবী শিক্ষা-দীক্ষা হইতে মাহ্রূম থাকিয়াও তিনি যে গভীর বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতীতি সহকারে যেরূপ অবিচলিত ও অটলভাবে তাওহীদের প্রচার করিতে থাকেন এবং নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত, লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদের প্রতি তিনি যে অকুণ্ঠ আস্থা ঘোষণা করিতে থাকেন, তাহাতে তাওহীদের প্রতি তাঁহার যে অবিচ্ছিন্ন আত্ম-প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তাঁহার সেই আত্ম-প্রত্যয়ই তাওহীদের যথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারপর, পয়গম্বরী (রিসালাত) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, পয়গম্বরীর প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রত্যেক পয়গম্বরকে দুই চারিটি মু'জিযা (অস্বাভাবিক ক্ষমতা) দিয়া থাকেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে আল্লাহ তা'আলা এত অধিক সংখ্যায় মু'জিযা দেন

www.ahlehadeethbd.org

٢ رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً •

٣ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ •

২। তথা আল্লার তরফ হইতে এমন এক জন রাসূল, যে রাসূল এমন সব পবিত্রীকৃত পাতা-সমূহ পড়িয়া শুনাইবে, ২

৩। যে গুলির মধ্যে থাকিবে সহজসাধ্য, যুক্তিসঙ্গত বিধানসমূহ। ৩

যে, তাঁহাকেই তাঁহার পয়গম্বরীর প্রমাণ বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সঃ-র স্বভাব চরিত্রকে এমন নির্মল, নিষ্কলঙ্ক এবং সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস করেন এবং তাঁহাকে এমন সুষ্ঠুভাবে সকল প্রকার সদ্গুণে বিভূষিত করেন যে, তাঁহার চরিত্রই তাঁহার পয়গম্বরীর প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে প্রকট হইয়া উঠে। হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা জায় যে, ঘোর মুশরিক কাফির এবং রসূলুল্লাহ সঃ-র চরম দুশমনও তাঁহাকে পরম সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্বভাব চরিত্রের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিত। তাঁহার এই চরিত্র তাঁহার পয়গম্বরী ঘোষণা করিত বলিয়া তাঁহাকেই তাঁহার পয়গম্বরীর প্রমাণ বলা যথার্থ হইয়াছে।

২। **يتلو صحفا "সে আসমানী পাতাসমূহ পড়িয়া শুনাইবে।"** একে তো হযরত মুহম্মদ সঃ পড়িতে জানিতেন না, তদুপরি তাঁহার প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হইত তাহা লিখিত আকারে আসিত না। এমত অবস্থায় এইরূপ উক্তি করার তাতপর্য কী? ইহার উত্তর দুইভাবে দেওয়া হয়। (এক) ইমাম রাযী বলেন, লিখিত বিষয় পড়িতে মানুষকে যেমন চিন্তা করিয়া হাতড়াইয়া ভাষার সন্ধান করিতে হয় না বরং সে উহা যে ভাবে অনর্গল পড়িয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কুরআন সেইরূপ অনর্গল পড়িয়া যাইতেন বলিয়া এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে। (দুই) ইমাম রাযী বলেন যে, ইমাম জা'ফর সাদিক বলিয়াছেন: রাসূলুল্লাহ সঃ নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে কুরআন মজীদের লিখিত কোন আয়াত তুলিয়া ধরিলে তিনি উহা পড়িতে পারিতেন। ইহা তাঁহার একটী মু'জিযা ছিল।

এখানে 'রাসূল' শব্দটীর তাৎপর্য হযরত মুহাম্মদ সঃ কে ধরা হইলে উল্লিখিত প্রশ্ন উঠে বলিয়া সুবিখ্যাত তাফসীরকার আবূ মুসলিম ঐ তাৎপর্যটী অস্বীকার করিয়া বলেন যে, এখানে 'রাসূল' বলিয়া আল্লার অহ্‌ঈ ও আদেশ নিষেধ বাহক ফিরিশ্‌তাকে বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু এই তাৎপর্য পূর্বাপর ভাবের সহিত মোটেই মিল খায় না। কারণ কিতাবীগণ যে কিতাব মানিয়া চলিত তাহা তো ঐরূপ ফিরিশতা দ্বারাই নাযিল করা হইয়াছিল। কাজেই তাহাদের পক্ষ হইতে এই ধরনের ফরমাইশ আসিতে পারে না।

مطهرة—'বিশুদ্ধ'। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঐ পাতাগুলি হইবে অসত্য ও অবাস্তব বিষয় হইতে মুক্ত; উহার মধ্যে অশ্লীলতা ও কুরুচির লেশমাত্র থাকিবেনা এবং উহা লইয়া কেবলমাত্র পবিত্র জনেরাই আলোচনা ও নাড়াচাড়া করিবে।

৩। كتب—কিতাবের বহু বচন। কিতাবের এক অর্থ হইতেছে 'লিপিবদ্ধ' বিষয় এবং উহার অপর অর্থ হইতেছে 'বিধিবদ্ধ' বিষয়। তাই এখানে 'কুতুব' শব্দের অর্থ করা হইল 'বিধানসমূহ'।

قيمة—'কাইয়িমা' শব্দটির দুই অর্থ হইতে পারে। (এক) সরল, সহজসাধ্য ও স্পষ্ট। (দুই) দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, যুক্তিপূর্ণ।

www.ahlehadeethbd.org

৪। কিন্তু যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের নিকট ঐ প্রকাশ্য প্রামাণটি আসিবার পরেই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে পরিণত হইল। ৪

٤ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

৪। প্রথম আয়াতটির সহিত এই আয়াতটি যেখানে মিল খায় না তাহা হইতেছে এই—প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির ছিল তাহারা তাহাদের কুফরী ধর্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না ঐ **সময় পর্যন্ত যখন পর্যন্ত তাহাদের নিকট আল্-বাইয়িনা না আসিবে।** কাজেই এই আয়াতে যদি বলা হইত যে, 'তাহারা আল-বাইয়িনা আগমনের পরে সকলে তাহাদের কুফরী পরিত্যাগ করিল তাহা হইলে ইহা প্রথম আয়াতের সহিত সমঞ্জস হইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া এই আয়াতে উহার বিপরীত কথাই বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল-বাইয়িনা আগমনের পূর্বে যেখানে সকলে এ বিষয়ে একমত ছিল যে, তাহাদের নিকট যখন আল-বাইয়িনা আসিবে তখন সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐ আল-বাইয়িনার অনুসরণ করিবে সেখানে আল-বাইয়িনা আগমনের পরে তাহারা ভিন্ন মত হইয়া পড়িল। কাজেই দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রথম সংবাদটি সত্যে পরিণত হইল না; অথচ আল্লাহ তা'আলার কোন কথাই সত্য না হইয়া পারে না। এই প্রশ্নটির যে উত্তর ইমাম যামাখশারী দেন তাহাই ইমাম রাযী গ্রহণ করেন। উত্তরটি এইরূপ—প্রথম তিন আয়াতে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে উহাকে যদি আল্লাহ তা'আলার ভবিষ্যৎবাণী হিসাবে গ্রহণ করা না হয় বরং যদি ধরা হয় যে, ঐ কাফিরগণ ঐ ধরণের যে সকল উক্তি করিত তাহাই আল্লাহ তা'আলা প্রথম তিন আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইলে ঐরূপ কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। অর্থাৎ যদি বলা হয় যে, আল-বাইয়িনা আগমনের পূর্বে **তাহারা এইরূপ বলিত** তাহা হইলে এ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। ইহার পরে ইমাম যামাখশারী একটি উদাহরণ দিয়া তাঁহার এই ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। উদাহরণটি এইরূপ—এক জন দরিদ্র লোক বরাবর হারাম উপায়ে রোযগার করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, তাহার নিকট যে পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ সঞ্চিত না হইবে সে পর্যন্ত সে ঐভাবেই চলিতে থাকিবে আর যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ সঞ্চিত হইলে সে তাহার অসাধু ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর সেই লোকটি পর্যাপ্ত পরিমাণ ধন সম্পদ লাভ করিবার পরেও যদি তাহার অসাধু ব্যবসায় ত্যাগ না করে তাহা হইলে লোকে সাধারণতঃ এই ধরণের মন্তব্য করিয়া থাকে যে, অমুক লোকটা না ধনী হইলে অসাধু ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছিল—ধনী হইয়াই তো সে অসাধু ব্যবসায়ে আরও জমিয়া বসিল! ঠিক এই রকমই হইবে এই আয়াত চারিটীর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ কিতাবী, অকিতাবী সকল কাফিরই না পয়গম্বর আগমন করিলে নিজ পন্থা ত্যাগ করিয়া পয়গম্বরের নির্দেশিত পন্থা ধরিতেছিল। কিন্তু এ কী! পয়গম্বর আগমনের পরেই তো কিতাবী কাফিরেরা আরো বেশী করিয়া পয়গম্বরের বিরোধিতায় লাগিয়া গেল!

আর একটি প্রশ্ন: প্রথম আয়াতে যেখানে কিতাবী ও অকিতাবী দুই প্রকার কাফিরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে সে ক্ষেত্রে এই আয়াতেও যদি ঐ উভয় দলেরই পরবর্তী অবস্থার উল্লেখ করা হইত তাহা হইলে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকিত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই, বরং এই আয়াতে কেবলমাত্র কিতাবী কাফিরদেরই পরবর্তী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। অকিতাবী কাফিরদের পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নাই। এই প্রশ্নের উত্তর দুইভাবে দেওয়া হয়। (এক) আসমানী কিতাব, নবী,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫ وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ •

৫। অথচ তাহাদিগকে কেবলমাত্র এই আদেশই কর হইয়াছিল যে, তাহারা যেন সকল ধর্ম নামধারী অধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়া একমাত্র ইসলামের অনুসারী হইয়া ইবাদৎকে আল্লার উদ্দেশ্যে খালিস করিয়া আল্লার ইবাদাৎ করে, নামায কায়িম করে ও যাকাৎ প্রকাশ করে। আর উহাই হইতেছে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত জাতির ধর্ম। ৫

রাসূল, মু'জিযা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিতাবীগণ পূর্ব হইতেই অবহিত ছিল এবং আসমানী ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের যথেষ্ট জ্ঞানও ছিল। ইহা সত্বেও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে যখন এইরূপ মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল তখন অকিতাবীদের অবস্থা যে কতদূর গুরুতর শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা দুই চারি কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাহাদের পরবর্তী অবস্থার কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় নাই। অথবা (দুই) অকিতাবীদের অবস্থা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা না হইলেও উহার দিকে এই ভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ঐ দুই দল লোকের এক দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল—অর্থাৎ অপর দলটীর মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে আরবের অকিতাবীদের মধ্যে যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছিল তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের কেহই কাফির থাকে নাই। পক্ষান্তরে কিতাবীদের মধ্যে একদল ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং অপর দলটী জিয্য়া দিতে স্বীকৃত হইয়া নিজ ধর্মেই রহিয়া গেল—ইসলাম গ্রহণ করিল না।

৫। اُمِرُوْا "তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল বা হইল।" এখানে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল? কে আদেশ করিয়াছিল? কখন আদেশ করা হইয়াছিল?

প্রথম ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটীতে কিতাবীদের উল্লেখ থাকায় ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আয়াতে 'তাহাদিগকে আদশে করা হইয়াছিল' বলিয়া ঐ কিতাবীদের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ য়াহূদীদিগকে তাহাদের তাওরাত গ্রন্থে এবং খৃষ্টানদিগকে তাহাদের ইন্‌জীল গ্রন্থে এই কাজগুলি করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা যথাযথভাবে পালন করে নাই। অথবা ইসলামে তাহাদিগকে এই কাজগুলির জন্য আদেশ করা হইল, কিন্তু তাহারা উহা পালন করিল না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাহাদিগকে যে এইসব আদেশ করা হইয়াছিল সেই সবের আদেশকারী হইতেছেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। প্রশ্ন উঠে, 'আল্লাহ আদেশ করেন' এইরূপ কর্তৃবাচ্য ব্যবহার না করিয়া কর্মবাচ্য ব্যবহার করার কী হেতু হইতে পারে। উত্তরে বলা হয়, মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে নিজ ইচ্ছায় ও খুশী মুতাবিক বহু কঠিন কাজ অম্লানবদনে ও প্রশান্তচিত্তে করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল কাজের তুলনায় অনেক পরিমাণে সহজ কোন কাজ করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করা হইলে উহা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। অর্থাৎ মানুষের মানসিকতাই এইরূপ যে, আদেশের আওতার মধ্যে যাহাই আনা হয় তাহাই কষ্টকর রূপ ধারণ করে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা আদেশ করিবার সময় كُتِبَ 'বিধিবদ্ধ করা হইল' এবং দয়া প্রকাশের সময় কর্তৃবাচ্য كَتَبَ ব্যবহার করেন। যথা তিনি বলেন,

www.ahlehadeethbd.org

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

'তোমাদের জন্য রোযা রাখা ফরয করা হইল।'

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

'তাহাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় করিলেন।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে আদেশ পালিত না হওয়ার আশঙ্কা বর্তমান থাকে সেখানে আদেশকারী মাত্রেই সরাসরি আদেশ না করিয়া বলিয়া থাকে, 'এইরূপ করা হউক', 'সে যেন ইহা করে'। সরাসরি কোন আদেশ করিবার পরে উহা পালিত না হওয়া অতীব গর্হিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া লোকে ঐ ক্ষেত্রে কর্তৃবাচ্য ব্যবহার খুব কমই করিয়া থাকে। এখানে কর্মবাচ্য ব্যবহারের ইহাও একটি কারণ হইতে পারে।

ليعبدوا—"তাহারা যেন ইবাদত করে।" বান্দার চরম দীনতা ও হীনতাব্যঞ্জক যে কাজগুলি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবার যোগ্য সেই কাজগুলির মধ্যে যে যে কাজ করিতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল হুকম করিয়াছেন তাহাকে ইবাদত বলা হয়। অর্থাৎ যে কোন দীনতাব্যঞ্জক কাজ যে কোন ভাবে সম্পাদন করিলেই উহা ইবাদত পদবাচ্য হইবে না। উহার পশ্চাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ, সমর্থন ও অনুমোদন অবশ্যই থাকিতে হইবে। যথা নামাযকে ইসলামে ইবাদত বলা হইয়াছে। এই নামায যদি আল্লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সঃ যেভাবে সম্পাদন করিতেন সেই ভাবে আদায় করা হয় তবে উহা হইবে ইবাদত। পক্ষান্তরে এই নামাযই যদি লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় অথবা রাসূলুল্লাহ সঃ যে ভাবে নামায সম্পাদন করিয়া দেখাইয়াছেন সেই ভাবে উহা সম্পাদিত না হয় তাহা হইলে উহাকে ইবাদত বলা চলিবে না।

مخلصين لـه الدين—ইহার অর্থ এই যে, ইবাদতকে একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যে খালিস করিতে হইবে। অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্য থাকিবে মাত্র একটি এবং সেই উদ্দেশ্যটি হইবে একমাত্র আল্লার সন্তোষ লাভ। এমন কি জান্নাতে প্রবেশ অধিকার লাভকে অথবা জাহান্নাম হইতে নাজাত লাভকেও ঐ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থান দেওয়া চলিবে না। ইবাদতকারীকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দাসে পরিণত হইতে হইবে। তাঁহার আদেশের সামনে অপর সকলের সকল আদেশ নির্দেশ, অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবে। এই প্রকার ইবাদতের জন্যই এই অংশে হুকম করা হইয়াছে।

حنفاء—'হানীফ' শব্দের বহু বচন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার অধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাকে 'হানীফ' বলা হয়। কিতাবীদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম আঃ এক সময়ে ঘোষণা করেন "আমি তথাকথিত সকল ধর্ম হইতে 'হানীফ' হইয়া অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া লইয়া যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করিয়াছেন তাঁহার দিকে আমার মুখ করিলাম" [সূরা আল্-আন'আম, ৮০ আয়াত]। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ইব্রাহীম য়াহূদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না; বরং সে ছিল সকল অধর্ম পরিত্যাগকারী হানীফ এবং আল্লার আদেশের সামনে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম [সূরা আলু-ইমরান, ৬৭ আয়াত]।

আয়াতটির তাফসীর—কিতাবীদিগকে বলা হইয়াছিল, "ওহে কিতাবীগণ, তোমরা ইবাদত করো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। দেখো, দুনয়ার ধন-দওলত, মান-ইজ্জত লাভ তো দূরের কথা, জান্নাত লাভ অথবা জাহান্নাম হইতে মুক্তিলাভও যেন তোমাদের ইবাদতের উদ্দেশ্য না হয়। আর তোমরা আল্লার ইবাদত করো ঐরূপ হানীফ হইয়া যেরূপ হানীফ হইয়া ইবাদত করিয়াছেন তোমাদের আদি পিতা ইব্রাহীম পয়গম্বর। ইব্রাহীম কেমন হানীফ ছিল তাহা তোমরা জান। তবুও শোনো। সে কায়মনোবাক্যে একমাত্র আল্লারই গোলামী স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণাধিক পুত্রকে কুরবানী দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল। আল্লার পবিত্র নামটি শুনিবার জন্য নিজের সমস্ত মাল কুরবান

www.ahlehadeethbd.org

٦ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ●

৬ ইহা নিশ্চিত যে, কিতাবীদের এবং মুশরিকদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিতে থাকিবে তাহাদের স্থান জাহান্নামের আগুনে। উহার মধ্যে তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থানকারী হইবে। তাহারাই হইতেছে মখলূকাতের মধ্যে নিকৃষ্টতম ৬

করিয়াছিল। সর্বোপরি আল্লার ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া নিজ জীবনকে একাধিক বার বিপন্ন করিয়াছিল। ওহে কিতাবীগণ, তোমরা হইতেছ ঐ সর্বশ্রেষ্ঠ 'হানীফ' ইব্রাহীমের বংশধর। অতএব তোমরা তোমাদের ঐ জগতবরেণ্য পিতার মর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চল এবং তাঁহার ইবাদতের মত ইবাদত করিতে লাগিয়া যাও। দেখো এই রাসূল সকল অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐ ইব্রাহীমের ধর্ম ফিরিয়া যাইবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছে। অতএব তোমরা ইব্রাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে যেমন পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছ রাসূল মুহম্মদকেও সেইরূপ পয়গম্বর বলিয়া মানিয়া লইয়া নিজ ঈমান দুরুস্ত করিয়া লও।

ويؤتوا الزكوة ويقيموا الصلوة —

তাহারা যেন নামায যথাযথভাবে আদায় করে এবং যাকাত দান করে। ফল কথা কিতাবীদিগকে মাত্র তিনটি কাজের আদেশ করা হইয়াছিল। (এক) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও গোলামী স্বীকার করিবার জন্য; (দুই) নামায কায়িম করিবার জন্য এবং (তিন) যাকাত প্রদান করিবার জন্য। ইহার পরেই আল্লাহ তা'আলা এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টিকে দীনুল্-কাইয়িমাহ বলিয়া উল্লেখ করেন।

دين القيمة-র ব্যাখ্যা—এই শব্দ দুইটির মধ্যে সম্বন্ধ পদের সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থ 'কাইয়্যিমার ধর্ম'। কাইয়্যিমার অর্থ ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে—উহা হইতেছে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা বিশেষণ পদ এবং উহা যাহার বিশেষণ তাহা উহ্য রহিয়াছে। তাহা হইতেছে মিল্লাৎ বা শারী'আৎ। কাজেই 'দীনুল্-কাইয়্যিমাহ' এর অর্থ হইবে—সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত জাতি অথবা শারী'আতের ধর্ম।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অন্তরে একমাত্র আল্লার দাসত্বের পূর্ণ অনুভূতি ও বিশ্বাস, নামাযের আকারে উহার প্রকাশ এবং যাকাত দানের আকারে উহার সত্যতা প্রমাণ এই তিনের সমষ্টিই হইতেছে প্রকৃত ইসলাম। এই আয়াতে এইগুলিকে **দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত জাতির ধর্ম** বলা হইয়াছে কিন্তু অপর কয়েকটি আয়াতে এইগুলিকেই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত শাশ্বত সনাতন ধর্ম বলা হইয়াছে। দেখুন, সূরা আৎ-তাওবা : ৩৬; সূরা য়ূসুফ ৪০; সূরা আর্-রূম : ৩০ ও ৪৩। এই প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেন, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের অনুভূতি তথা ঈমান হইতেছে ধর্মের প্রাণ, নামায হইতেছে উহার মুখমণ্ডল তথা দৈহিক রূপ এবং যাকাত হইতেছে উহার জিহ্বা তথা ঐ ঈমানের কথা ঘোষণাকারী।

৬। প্রথম তিন আয়াতে কিতাবী ও অকিতাবী কাফিরদের কথা বলিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কেবল মাত্র কিতাবীদের পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়। তারপর এই আয়াতে কিতাবী ও অকিতাবী উভয় প্রকার কাফিরদের পরিণাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিতাবী ও অকিতাবী কাফির উভয়ের পাপের গুরুত্ব এক সমান নয়। এই কারণে তাহাদের সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইলেও তাহাদের সকলের শাস্তি এক সমান হইবে না। বরং তাহাদের শাস্তির মধ্যে বহু তারতম্য ও কম-বেশী করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞

৭। ইহাও নিশ্চিত যে, যাহারা ঈমান আনিল এবং সৎ কাজগুলি করিতে থাকিল তাহারাই হইতেছে মখলুকাতের মধ্যে সর্বোত্তম।৭

একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে. জাহান্নামে অবস্থান সম্পর্কে 'খালিদীনা' তো বলা হইয়াছে. কিন্তু 'আবাদান' (অনন্তকালের জন্য শব্দটি যোগ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, জান্নাতে অবস্থান সম্পর্কে 'খালিদীনা' ও 'আবাদান' উভয় শব্দই ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ তারতম্য করার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইমাম রাযী যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি কারণেই পর্যবসিত হয়। তিনি বলিতে চান যে, আল্লার গযব হইতে তাঁহার রহমত অধিকতর বেশী ও ব্যাপক বলিয়া আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কালামে এইরূপ তারতম্য করিয়াছেন। ইমাম রাযী প্রমুখ যে সকল ইমাম এই মত পোষণ করেন যে, কাফিরগণ অনন্তকাল ধরিয়া জাহান্নামে থাকিবে তাহা ইমাম রাযীর উল্লিখিত কারণের সহিত খাপ খায় না। বিশেষতঃ সূরা আল্-আ'রাফ : ১৫৬ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাহা বলেন, "আমার শাস্তি আমি যাহাকে পৌঁছাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই পৌঁছাই, কিন্তু আমার রহমৎ প্রত্যেক বস্তুকে পৌঁছিয়া থাকে।" তাহার সহিতও তাহাদের মত খাপ খায় না। কারণ মুমিনদিগকে অনন্তকাল জান্নাতে থাকিতে দেওয়া যেমন নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের পরিচায়ক, সেইরূপ কাফিরদিগকে অনন্তকাল জাহান্নামে আটকাইয়া রাখা নিশ্চিতভাবে তাহার অনন্ত গযবের পরিচায়ক হয়। এবং এমন অবস্থায় উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত 'আমার রহমৎ প্রত্যেক বস্তুকে পৌঁছিয়া থাকে" বাস্তবায়িত হয় না। এই কারণে কতিপয় ইমামের অভিমত এই যে, কোন কাফিরই জাহান্নামে অনন্তকাল থাকিবে না। বরং এক সময়ে সকলেই জাহান্নাম হইতে নাজাত পাইবে এবং জাহান্নাম জনশূন্য হইয়া পড়িবে। বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখুন 'তর্জুমানুল-হাদীস : ৪র্থ বর্ষ ৯ম। ১০ম সংখ্যা এবং ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬। ৭ম, ৮ম ও ১০। ১১শ সংখ্যা।

شَرُّ الْبَرِيَّةِ — আল্লার মখলুকাতের মধ্যে নিকৃষ্টতম। তাহাদের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট আর কেহই নাই। উহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র (আল্-আ'রাফ ১৭৯ আয়াত) বলেন, তাহারা চতুষ্পদ জন্তুগুলির চেয়েও অধিকতর ইতর।

ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ তা'আলার মখলুকাতের নিকৃষ্টতম দলগুলির তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। যথা. যাহারা হযরত মুহম্মদ সঃ র বিবরণ ও গুণাবলী গোপন করে তাহারা হইতেছে চোরদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। সেইরূপ যাহারা লোককে আল্লার ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দেয় তাহারা হইতেছে ডাকাতদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। ইহারাও 'শাররুল বারীয়াহ' এর অন্তর্ভুক্ত।

৭। এখানে 'মুমিনগণ' না বলিয়া 'যাহারা ঈমান আনিল' এবং সৎ কাজ করিতে থাকিল' বলিয়া এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাহারা এমন যুগে 'ঈমান' আনিল যে যুগে 'ঈমান' আনিবার জন্য প্রাণের সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিতে হইত। এই কারণেই তাহাদিগকে এই আয়াতে উল্লিখিত 'খাইরুল-বারীয়াহ' [সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ] খিতাব লাভের এবং পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত জান্নাত ও আল্লার সন্তোষ লাভের মর্যাদা দেওয়া হয়।

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ — সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। এই আয়াতে মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সঃ র সাহাবীদের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য করা হইলেও আদম আঃ হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়ামৎ পর্যন্ত যাবতীয় মুমিনের উপরেই ইহা প্রযোজ্য হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮। তাহাদের রব্বের নিকটে তাহাদের প্রাপ্য প্রতিদান হইতেছে এমন সব চিরস্থায়ী জান্নাৎ যাহার তলদেশ দিয়া নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে। ঐ জান্নাৎগুলির মধ্যে তাহারা অনন্ত কাল অবস্থানকারী থাকিবে। আল্লাহ তাহাদের কার্যে সন্তুষ্ট রহিয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার নিকট হইতে প্রতিদান লইয়া সন্তুষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাকে অত্যাধিক ভয় করে উহা তাহারই জন্য।৮

٨ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۝

মুমিনদিগকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে বলিয়া একটি প্রশ্ন উঠে—তবে কি তাহারা ফিরিশতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? ইমাম রাযী বলেন, এই আয়াতে ফিরিশতার উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ ফিরিশতাগণও তো ঈমান রাখে এবং সৎ কাজ করিতে থাকে—বরং মানুষের তুলনায় ফিরিশতার ঈমান অধিকতর দৃঢ় এবং তাঁহাদের সৎ কাজ একেবারে খাঁট ও ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন। দ্বিতীয়তঃ উৎপত্তি, অবস্থান, প্রকৃতি, কার্যাবলী প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই মানুষ ও ফিরিশতা দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বতন্ত্র সৃষ্টি। কাজেই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন তুলনাই হইতে পারে না। অনন্তর ইমাম রাযী বলেন, মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে কাদামাটি হইতে আর ফিরিশতাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে 'নূর' হইতে। ফিরিশতার আবাস আসমানে—যেখান হইতে মানুষের আদি পিতা আদমকে বহিষ্কৃত করিয়া শয়তানদের আবাস ভূমি দুনিয়াতে পাঠান হয়। তারপর মানুষের যাবতীয় ব্যাপার ফিরিশতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহাদের কাহারও উপর ভার দেওয়া হইয়াছে মানুষের রিয্‌ক ব্যবস্থার এবং কাহারও উপর ভার দেওয়া হইয়াছে মানুষের জান কবয করার। ফিরিশতা হইতেছে আলিম আর মানুষ হইতেছে শিক্ষার্থী। মানুষ উর্ধপক্ষে রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ ইবাদত করিতে পারে কিন্তু ফিরিশতাগণ বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা অবিরাম ইবাদত করিতে থাকে। তাহারা ইবাদত করিতে করিতে মোটেই ক্লান্ত হয় না। এই অবস্থাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ও ফিরিশতার মধ্যে মোটেই কোন তুলনা চলে না।

৮। جزاؤهم—"তাহাদের জাযা।" ভাল কাজের জন্য যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হায় তাহা যদি ঐ কার্যের মূল্যের অনুরূপ ও সমান সমান হয় তাহা হইলে তাহাকে 'জাযা' বলা হয়। মজুরকে তাহার কার্যের জন্য যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহা যদি তাহার কার্যের মূল্যের সমান হয় তবে তাহাকে 'জাযা' বলা চলিবে। সূরা নাবা র [আম্মা য়াতাসা-আলূন] ২৬ আয়াতে কাফিরদের শাস্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে جزاء وفاقا "সমান সমান প্রাপ্য বদলা।" কিন্তু ঐ সূরারই ৩৬ আয়াতে মুত্তাকীদের পুরস্কার সম্পর্কে বলা হইয়াছে جزاء...عطاء "দানরূপী প্রাপ্য বদলা।" ইহার তাৎপর্য এই যে, মুমিন সৎকর্মশীলকে যাহা দেওয়া হইবে তাহা বাহ্যতঃ তাহাদের প্রাপ্য প্রতিদানরূপে দেওয়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা হইবে আল্লাহ তা'আলার দান বিশেষ। যাহা হউক, জান্নাত ও নদীগুলির সহিত সৎকর্মশীল মুমিনদের ঈমান ও কার্যাবলীর সম্পর্ক এই ভাবে দেখান হয় যে, মুমিন, সৎকর্মশীল লোকে উপলব্ধি করে যে, মানুষের প্রতি আল্লার আদেশ নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই করা হইয়াছে। সে আরো উপলব্ধি করে, পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর ও অস্থায়ী। কাজেই উহার কোন কিছুই চরম ও পরম ভালবাসার পাত্র

www.ahlehadeethbd.org

হইতে পারে না। সে দেখে যে, এক সময়ে স্তন্যপানের প্রতি তাহার গভীর আকর্ষণ ছিল। কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। তারপর সে পিতামাতার ভালবাসায় এত অধীর ছিল যে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দুই দণ্ড বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কালক্রমে তাহাও খতম হইল। তারপর আসিল স্ত্রী, পুত্র কন্যার প্রতি মহব্বত। তাহাও একদিন বিলুপ্ত হইবে। তখন তাহার বিবেক নূতন জন্ম পায়। তাহার বিবেক তখন বলিতে বাধ্য হয়, "হে আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরে স্তন্যপানের মহব্বৎ, পিতামাতার মহব্বৎ যেমন এক সময়ে দিয়া আবার অপসারিত করিলে সেইরূপ যাহা কিছু অস্থায়ী সেই সবেরই মহব্বৎ আমার অন্তর হইতে অপসারিত করিয়া একমাত্র তোমারই মহব্বৎ আমার অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করো—এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো যে, উহা যেন কোনক্রমেই অপসারিত না হয়। আমার অন্তরে কেবল মাত্র তুমিই বিরাজ করো। শুধু তাহাই নহে; বরং আমার চক্ষেও তুমিই বিরাজ করো; আমার কর্ণেও তুমিই বিরাজ করো; আমার প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে তুমিই বিরাজ করো। এমনভাবে বিরাজ করো যেন তোমার অনভিপ্রেত কোন কিছুই যেন আমার দ্বারা সাধিত না হয়। এইভাবে মুমিন বান্দার অন্তরে যখন একমাত্র আল্লারই আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন আল্লার কেবলমাত্র অভিপ্রেত দর্শনীয় বস্তুই তাহার উভয় চক্ষুর খাতে প্রবাহিত হয়; আল্লার কেবলমাত্র অভিপ্রেত বিষয়গুলিই তাহার কর্ণধারার খাতে প্রবাহিত হয় এবং আল্লার অভিপ্রেত আদেশ নির্দেশ পালনই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া জারী হইতে থাকে। ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যাহা চিন্তা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা ছাড়া অপর কিছুই সে তাহার অন্তরে স্থান দেয় না। আল্লাহ তাহাকে যাহা দেখিবার আদেশ বা অনুমতি দিয়াছেন তাহা ছাড়া তাহার চক্ষু অপর কোন কিছুই দেখে না। একমাত্র আল্লার আদেশ-নির্দেশই তাহার কর্ণে রণিত ধ্বনিত হইতে থাকে এবং তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একমাত্র আল্লারই হুকম পালনে রত ও ব্যস্ত থাকে। বান্দা নিজ অন্তরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আসন কায়িম করার প্রতিদানে আল্লাহ তাহাকে তাহার প্রতিদানে নিজ জান্নাতে স্থান দেন এবং বান্দা নিজ ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয়কে আল্লার আদেশ পালনের খাতে প্রবাহিত করার প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতে বিভিন্ন নদী প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করেন।

الانهار —নির্দিষ্টতাব্যঞ্জক 'আল্' যুক্ত থাকায় ইহার অর্থ হয় ঐ নদীগুলি যাহার কথা অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। জান্নাতের নদীগুলি দিয়া কোন্ কোন্ বস্তু প্রবাহিত হইবে তাহা সূরা মুহাম্মদ এর ১৫ আয়াতে বলা হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে 'মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রহিয়াছে এমন পানীর নদী যে পানী স্থির বা বদ্ধ নয়, এমন দুধের নদী যে দুধের স্বাদ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না, এমন মদিরার নদী যে মদিরা পানকারীর পক্ষে সুস্বাদু এবং পরিশ্রুত মধুর নদী।" এই আয়াতে ঐ নদীগুলিকে বুঝানো হইয়াছে।

رضى الله عنهم — رضى ক্রিয়ার পরে যখন **ب** যুক্ত হয় তখন উহার অর্থ হয় **কাহারও সত্তা ও স্বকীয়তার** প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া; কিন্তু উহার পরে যখন **عن** যুক্ত হয় উহার অর্থ হয় **কাহারও কোন কার্যে** সন্তুষ্ট হওয়া। প্রথমটির উদাহরণ

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا
وبمحمد رسولا

"রব্বরূপী আল্লার প্রতি, ধর্মরূপী ইসলামের প্রতি এবং রাসূলরূপী মুহাম্মদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট।" আর এই আয়াতের অর্থ এইরূপ হইবে, "আল্লাহ তাহাদের কার্যে সন্তুষ্ট এবং তাহারা আল্লার প্রতিদান পাইয়া সন্তুষ্ট।"

এই আয়াতে মুমিনদের জন্য দুই প্রকার প্রতিদানের উল্লেখ করা হইয়াছে। একটী হইতেছে জান্নাৎ এবং অপরটী হইতেছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। এই দুইটীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই হইতেছে মূল ও প্রধান প্রতিদান। কারণ উহা হইতেছে প্রতিদানের প্রাণস্বরূপ এবং জান্নাৎ হইতেছে উহার দেহস্বরূপ। দুন্‌য়াতেও দেখা যায় যে, কোন মনিব যদি তাহার কোন গোলামকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেয় কিন্তু তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে তাহা হইলে সব কিছুই তাহার কাছে বিষবৎ মনে হয়। পক্ষান্তরে মনিব যদি তাহার কোন গোলামকে সন্তোষের সহিত শুক্‌না বাসী রুটি দেয় তাহা হইলে উহা তাহার নিকট অমৃততুল্য মনে হয়। মনিব তো দূরের কথা—কেহ যদি যিয়াফৎ করিয়া মেহমানকে ভাল ভাল খাবার সরবরাহ করে, কিন্তু যিয়াফৎকারী যদি মেহমানদের আদর আপ্যায়ন না করে তাহা হইলে যে কোন সুরুচিসম্পন্ন শরীফ লোকই ঐ খাদ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। সেখানেও নিমন্ত্রণকারীর খাদ্যের কোনও মূল্য দেওয়া হয় না—বরং মূল্য দেওয়া হয় তাহার সন্তোষের, তাহার আদর আপ্যায়নের। সর্বশেষে বলা হইয়াছে ذلك لمن خشي ربه অর্থাৎ যে ঈমান ও সৎ কাজের ফলে এই পুরস্কার পাওয়া যাইবে সেই ঈমান ও সৎ কাজের মূলে রহিয়াছে পরওয়ারদিগার রবের অতি মাত্রায় ভয়। যে রব্ব পরওয়ারদিগার মানুষকে সব কিছু সরবরাহ করিয়া থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে যে বান্দার অন্তরে এই ভয় সর্বদা জাগরূক থাকে যে, তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি তাঁহার সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন সেই ব্যক্তি তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে মোটেই সাহসী হইবে না। যে বান্দার অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে যে, অনন্তকাল যাবৎ সরবরাহকারী আল্লার আদেশ অমান্য করিলে তিনি পরকালে নিশ্চিতভাবে সকল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিবেন সেই বান্দাই ঈমানের মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া চলিবে এবং যাবতীয় সৎ কাজ যথাসাধ্য পালন করিতে থাকিবে।

তারপর এখানে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাহার রব্বকে অত্যধিক ভয় করে তাহার জন্য এই পুরস্কার রহিয়াছে; এবং সূরা 'ফাতির' এর ২৮ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র আলিমগণই আল্লাহ্‌কে ভয় করে। কাজেই আয়াত দুইটি একত্র করিলে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, একমাত্র আলিমগণই এই পুরস্কার লাভ করিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লার জ্ঞানে ও তাঁহার নিকট যাহারা আলিম তাহারাই জান্নাতে যাইবে। আমরা যাহাদিগকে আলিম বলিয়া থাকি তাহাদের সকলেই আল্লার নিকট আলিম নাও হইতে পারে। আবার আমরা যাহাদিগকে জাহিল বলিয়া থাকি তাহাদের অনেকেই আল্লার নিকট আলিম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ যে মুমিন আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক ঈমান রাখে ও শারী-'আতের প্রয়োজনীয় আহকাম ও মাস্‌আলাগুলির ইল্‌ম বা জ্ঞান রাখে এবং ঐ ঈমান ও ঐ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে সেই মুমিনই আল্লাহ তা'আলার নিকট আলিম বলিয়া গণ্য হইবে এবং আয়াতে বর্ণিত পুরস্কার লাভ করিবে। আর যাহাদিগকে লোকে আলিম বলিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যাহারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না তাহারা আল্লার নিকটে আলিম বলিয়া গণ্যও হইবে না এবং আয়াতে বর্ণিত পুরস্কারও লাভ করিতে পারিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলুগুল মারামের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَاب الادب

শিষ্টাচার অধ্যায়

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِىْ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ

মহান স্বভাবের জন্য উৎসাহ দান

৬৩৮। ইব্‌ন মাস্‌'উদ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَاِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ـ

"তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক। কেননা, সত্যবাদিতা সৎ কার্য্যের দিকে লইয়া যায় এবং সৎ কার্য জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। আরও মানুষ সত্য কথা বলিতে বলিতে এবং সত্যের সন্ধানে থাকিতে থাকিতে অবশেষে আল্লার দরবারে তাহার নাম মহা সত্যবাদীদের তালিকায় লিখিত হয়। এবং তোমরা মিথ্যা কথন হইতে দূরে থাক। কেননা মিথ্যাবাদিতা অধর্ম ও অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় এবং অধর্ম ও অন্যায় জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। আরও মানুষ মিথ্যা বলিতে বলিতে ও মিথ্যার আশ্রয় লইতে লইতে অবশেষে আল্লার দরবারে তাহার নাম মহা-মিথ্যুকদের তালিকায় লিখিত হয়। —বুখারী (পৃঃ ৯০০) ও মুসলিম (২ | ৩২৬)। [মূল বচন মুসলিমের]।

৬৩৯। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

[এই হাদীস এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত ৬১১ নং হাদীসটি একই — অনুবাদক]

www.ahlehadeethbd.org

৬৪০। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ مَالَنَا بُدٌّ مِّنْ

مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا — قَالَ فَاِذَا

أَبَيْتُمْ فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ — قَالُوْا

وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى

وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ

عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

"রাস্তা-পথে উপবেশন হইতে তোমরা দূরে থাক।" সাহাবীগণ বলেন, 'আল্লার রাসূল, আমাদের তো না বসিয়া উপায় নাই— আমরা তো রাস্তা পথে বসিয়াই আলাপ-সালাপ করিয়া থাকি।" তিনি বলিলেন, "তোমরা যখন রাস্তা-পথে বসা ছাড়িবেই না তবে পথের প্রাপ্য হক আদায় করিও।" তাঁহারা বলেন, "রাস্তা-পথের আবার প্রাপ্য হক কী?" তিনি বলিলেন, '[রাস্তা দিয়া স্ত্রীলোক চলিতে গেলে তাহাদের দিকে না তাকাইয়া] দৃষ্টি আনত রাখা; কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকা; সালামের জওয়াব দেওয়া; ন্যায়ের আদেশ করা ও অন্যায় হইতে নিষেধ করা।"—মুসলিম। (২। ২০৪, ২১৩) ও বুখারী (৩৩৩, ৯২০)।—১

৬৪১। মু'আবিয়া রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলিয়াছেন,

১। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, বাজে কথা ও গাল-গল্প করিবার জন্য রাস্তার ধারে বসা নিষেধ। অনিবার্য কারণে প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য রাস্তার ধারে বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকিলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা শেষ করিতে যতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয় ততক্ষণ রাস্তার ধারে বসা মুবাহ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়েও হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

সহীহ মুসলিমে এই হাদীসটির পূর্ববর্তী (আবূ তাল্হা বর্ণিত) হাদীসটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, একেবারে রাস্তা সংলগ্ন খোলা বৈঠক ও বারান্দার প্রতিও এই হুকুম প্রযোজ্য।

হাদীসে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকার যে আদেশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে এই কাজগুলি পড়ে। যথা, (ক) কাহারও গীবাৎ করা; (খ) কোন পথচারীকে তাচ্ছিল্য দেখান বা তাহার সম্বন্ধে কোন খুঁৎ ধরা; (গ) পথচারীদের পক্ষে পথ সংকীর্ণ ও অপ্রতুল করিয়া তোলা, (ঘ) কোন্ পথচারী কোথায় যাইতেছে সে সম্বন্ধে দুরভিসন্ধিমূলক সংবাদ সংগ্রহ করা এবং (ঙ) স্ত্রীলোকদের নিজ প্রয়োজনীয় কাজে বাহির হওয়া ব্যাপারে বাধা বিঘ্ন ঘটানো ইত্যাদি।

প্রয়োজনের খাতিরে পথিপার্শ্বে উপবেশনকারীদের যে পাঁচটি কর্তব্যের কথা এই হাদীসে বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া আরো কয়েকটি কর্তব্যের উল্লেখ অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায়। সেগুলি এই:

حُسْنُ الْكَلَامِ (مسلم) إِرْشَادُ السَّبِيْلِ

وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَتَغْيِيْثُ الْمَلْهُوْفِ

www.ahlehadeethbd.org

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ

فِي الدِّيْنِ •

"আল্লাহ যে ব্যক্তির মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাহাকে তিনি ধর্ম ব্যাপারে বোধশক্তি দান করেন।" বুখারী (পৃঃ ১৬, ৪৩৯ ও ১০৮৭) ও মুসলিম (২ | ১৪১) —২

৬৪২। আবূদ্ দারদা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَانِ أَثْقَلُ

مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ •

"সওয়াবের পাল্লায় সুন্দর চরিত্রের চেয়ে অধিকতর ভারী আর কিছুই নাই।"—আবূ দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন,

৬৪৩। (ক) ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ

"লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশবিশেষ।"—বুখারী পৃঃ ৬ ও মুসলিম।

(খ) আবূ মাস্'ঊদ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ

(ابوداود) أَعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ

(ترمذى) أَعِيْنُوا عَلَى الْحَمُوْلَةِ (بزار)

ذِكْرُ اللّٰهِ كَثِيْرًا (طبرانى) •

(৬) ভাল কথা বলা ; অর্থাৎ দীন ও দুনয়া উভয় ব্যাপারেই পথচারীদিগকে সুপথে চালিত করা ; (মুসলিম) (৭) পথিককে পথ দেখাইয়া দেওয়া ; (৮) পথচারী হাঁচি দিয়া 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলিলে 'য়্যার-হামুকাল্লাহ' বলা ; (৯) বিপদগ্রস্ত পথচারীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সাহায্য করা ; (আবূ দ উদ) (১০) পথচারীর প্রতি অত্যাচার হইতে দেখিলে তাহাকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে সাহায্য কর ; (১১) বেশী করিয়া সালাম করিতে থাক ; (তিরমিযী) (১২) পথচারীকে বোঝা তুলিয়া দিতে সাহায্য কর ; (বায্‌যার) এবং (১৩) আল্লাহ তা'আলার যিকর বেশী করিয়া কর। (তাব্‌রানী)

২। এই হাদীসে ফিক্‌হ শব্দের যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য বর্তমানে প্রচলিত তথাকথিত ফিক্‌হ বা উসূলুল্‌-ফিক্‌হ শিক্ষা করা নহে। কারণ এই হাদীসেই বলা হইয়াছে যে, উহা মানুষের শিক্ষা-লব্ধ বিষয় নহে। বরং উহা আল্লার তরফ হইতে একটি দান বিশেষ ; আল্লাহ যাহাকে উহা দিবার ইচ্ছা করেন সেই উহা লাভ করিয়া থাকে।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ যাহাকে দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দান করেন সে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হয়। এই দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী বলিতে নিশ্চিতভাবে হাদীস, তফসীর ও আকায়িদের ইমামদিগকে বুঝায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ۔

"প্রাথমিক পয়গম্বরীর যে সকল বচন (বর্তমানে) লোকে পাইয়াছে তাহার মধ্যে একটি এই, "তুমি যদি লজ্জাশীল না হও তাহা হইলে তোমার যাহা খুশী তাহাই তুমি করিতে পারিবে।" —বুখারী (পৃঃ ৪৯১ ও ৯০৪)।—৩

৩। হাদীসটির প্রথম অংশের তাৎপর্য এই যে, উল্লিখিত নির্দেশটি প্রথম পয়গম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকেই দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও ইহা কার্যকর রহিয়াছে। কোন যুগেই ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

হাদীসটির দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ফরয হইতেছে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করা। কারণ লজ্জাশীলতাই মানুষকে অধর্ম ও অন্যায় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। যাহার মধ্যে লজ্জাশীলতা গুণটি নাই সে যে কোন অন্যায় ও অধর্ম কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তারপর এই লজ্জাশীলতা দুই ধরণের হইতে পারে। একটি হইতেছে আল্লাহ হইতে লজ্জা এবং অপরটি হইতেছে আল্লার মখলুক তথা মানুষ হইতে লজ্জা। 'আল্লাহ হইতে লজ্জা যাহার মধ্যে থাকে অর্থাৎ যাহার অন্তরে সকল সময় এই কথা জাগরূক থাকে যে, আল্লাহ তাহার সকল কাজ নিরীক্ষণ করিতেছেন সে নিশ্চিতভাবে সকল অন্যায় ও অধর্ম হইতে বিরত থাকিতে পারিবে। আর 'মানুষ হইতে লজ্জা' যাহার মধ্যে থাকে সে অন্ততঃপক্ষে প্রকাশ্যে কোন অন্যায় ও অধর্ম কাজ করিতে পারে না বলিয়া ক্রমশঃ তাহার পাপ প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং কালক্রমে সে গোপনেও কোন অন্যায় ও অধর্ম কাজ করিতে সাহসী হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

মুজাদ্দিদে আ'যম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

কুরআন মজীদের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

"আজ তোমাদের দ্বীনকে আমি পূর্ণপরিণত ক'রে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে তামাম করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা রূপে মনোনীত করলাম।" ১

সুতরাং দ্বীনের এই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তির পর কোন নবীর আর প্রয়োজন দেখা দিবে না। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাই আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে ঘোষণা করে গেছেন, لا نبي بعدي "আমার পর আর কোন নবী নাই।" ২

কিন্তু মুসলমানের মানস-রাজ্যে ও আচরণে শির্কের যুলুম, অনৈসলামিক ভাবধারা ও বিজাতীয় চালচলনের অনুপ্রবেশ ঘটবে। আনুষ্ঠানিক মু'আমেলায় বিদআতের কলুষ কালিমা ঢুকে সত্য দ্বীনকে ঢেকে ফেলবে। চিন্তার জড়তা মুসলমানদিগকে অপরের অনুকরণকারী করে তুলবে। সে সবের সংস্কার, সংশোধন ও উৎপাটনের জন্য সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা সর্বযুগেই থাকবে। এ সত্যকে রসূলুল্লাহ (দঃ) জানতেন। তাই তিনি ঘোষণা করে গেছেন, "প্রতি শতাব্দীর গোড়ায় আল্লাহ একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন, তিনি আল্লার দ্বীনকে আবিলতামুক্ত করে জগতের মাঝে দ্বীনের নব প্রতিষ্ঠা দান করবেন।"

রসূলুল্লার (দঃ) ইন্তিকালের পর উম্মতে মুসলিমার মধ্যে মঝে মাঝেই শির্ক ও বিদ্'আতের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, তওহীদে উলূহিয়ত ও তওহীদে রেসালতের আলোকপুঞ্জ মুসলমানের মন থেকে ঢাকা পড়ে গেছে, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার তাদের হৃদয় মনকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে, নবীর এত্তেবার পরিবর্তে শয়তান ও প্রবৃত্তির পায়রবী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, ফিস্‌ক ও ফজুর, অনাচার ও ব্যভিচার সমাজকে রসাতলে নিয়ে গেছে, দুর্বলের শোষণ ও পীড়ন প্রবলদের স্বভাবে পরিণত হয়ে উঠেছে। ভয় ও ভীতি সাধারণ মানুষের মনে চড়াও হয়ে তাদেরকে অত্যাচারীর নিষ্ঠুর নির্যাতনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে তুলেছে, জিহাদের সঞ্জীবনী স্পিরীট তাদের হৃদয় থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে মিল্লতের এমনি দুর্দিন ও সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর রহমতের নিদর্শনরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেছেন।

মুজাদ্দিদ নূতন কোন বাণী নিয়ে আসেন না। সর্ববিধ শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের যে শাশ্বত পথ সাইয়েদুল মুর্সালীন নবী মোস্তফা (দঃ) নির্দেশ করে গেছেন তিনি তাঁর জীবনে তারই অনুসরণ করে সেই পথই তিনি দেখিয়ে

১। সূরা মায়েদাহ: ৩ আয়াত।

২। বুখারী, মুসলিম, আহমদ প্রভৃতি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেন, নিজে চলে সেই পথে চলার প্রেরণা যোগান। রসূলুল্লাহরই (দঃ) অনুসৃত পন্থায় তিনি রোগের চিকিৎসা করেন, মানুষের পীড়িত হৃদয়ে আল্লার দেওয়া ধন্বন্তরী মহৌষধ তিনি হেকমতের সঙ্গে প্রয়োগ করেন। পূর্ববর্তী মুজ-তাহিদ ও মুজাদ্দিদগণের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ঔষধের প্রয়োগ পদ্ধতি থেকে তিনি ফায়েদা হাসেল করেন কিন্তু একমাত্র রসূলুল্লাহ (দঃ) ছাড়া আর কারও নির্বিচার অনুসরণ করেন না। তাঁর মনের স্বাধীন বিচার বুদ্ধিকে তিনি অপরের প্রভাবে আচ্ছন্ন রাখেন না, অবস্থা ও পরিস্থিতির তারতম্য, সমস্যার নূতনত্ব এবং জটিলতায় প্রয়োজনমত তিনি ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়াহ ছিলেন ৮ম শতাব্দীর এমনি একজন মুজাদ্দিদ। চক্ষুষ্মান ও সত্যসাধক সর্বশ্রেণীর বিদ্বানগণ তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক মত। তবে অতীতে এমন বিদ্বেষান্ধ লোকের অভাব ছিল না, যারা তাঁকে সে সম্মান দেওয়া দূরের কথা তাঁর বদনাম সৃষ্টি করতেও কসূর করে নি—তাঁর উপর কুফরী ফতোয়ার বাণ 'নিক্ষেপ' করতেও ছাড়ে নি। পরবর্তী যুগে এদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে আসলেও সব যুগেই তার বিরোধী দল বিদ্যমান ছিল এবং আজও সে দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কারণ সূর্যের আলো চক্ষুষ্মানদের নিকট ধ্রুব সত্যরূপে প্রকাশিত হলেও অন্ধের নিকট তা অদৃশ্যই থেকে যায় এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

চোখ যাদের উন্মুক্ত এবং হৃদয় যাদের মোহমুক্ত দলমত নির্বিশেষে তাঁরা সবাই ইবনে তাইমিয়ার তাজদীদে দীনের খেদমতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং অনেকেই অপর সব মুজাদ্দিদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য প্রদান ও বৈশিষ্ট্য পরিচয় দান করেছেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সত্যিকার ওয়ারাসাত ও নেয়াবত—উত্তরাধিকারত্ব এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তাঁর পক্ষেই হাসিল করা সম্ভব যিনি তাঁর সুন্নতের পূর্ণ পরিচয় লাভের পর তাঁর উস-উয়ায়ে হাসানা, তাঁর সুন্নতে খালেসা, তাঁর চরিত্র, সদাচার ও চাল চলনের পূর্ণ এত্তেবা করার পথ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে পারেন। আঁ হয-রতের সুন্নতের সঠিক জ্ঞান এবং তাঁর সনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি খালেস মহব্বতের যোগ সূত্র স্থাপিত হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে মানুষের হৃদপীড়া, আত্মার অধোগতি এবং সমাজ ও জাতির অধঃপতনের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করা এবং তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পন্থা বাৎলান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে। ইমাম ইবনে তাই-মিয়া এই পথে চলেই মুজাদ্দিদের মহান মর্যাদায় সমাসীন হয়েছিলেন। সুন্নার সুগভীর জ্ঞান এবং তদনুযায়ী আমলই সেই দুর্লভ নয়ামত যার মাধ্যমে রসূলুল্লার (দঃ) প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন হাফেয بِرزالي এবং তাঁর সমসাময়িক বিশিষ্ট আলেমগণের সর্বসম্মত সাক্ষ্য এই যে,

ما رأينا احدا اعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا اتبع لهما منه۔

"আমরা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া অপেক্ষা আর কাউকে কিতাব ও সুন্নার গভীর-তর জ্ঞানের অধিকারী এবং অধিকতর আমল-কারী দেখি নাই।"

www.ahlehadeethbd.org

শুধু তাঁর ছাত্র, ভক্ত ও সমর্থকগণেরই এই অভিমত নয় হাফেয এমাদুদ্দীন ওয়াসেতীর ন্যায় একজন তরীকতপন্থী আল্লাহওয়ালা লোক ইবনে তাইমিয়ার শাগরেদ ও সহচরগণের নিকট লিখিত চিঠিতে বলেন, "আল্লার কসম! আসমানের নীচে—এই পৃথিবীতে ইলমে, আমলে, চরিত্রে আচরণে, সত্যের অনুসরণে, বিপদে ধৈর্য্যধারণে, জিহাদের মাঠে বীরত্ব প্রদর্শনে এবং আল্লার আমানতের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠাদানে আজ তোমাদের উস্তাদের সমতুল্য আর কেও নেই। আর কসম আল্লার! আমি স্বীয় যুগে এমন কাউকে দেখি নাই যিনি তাঁর মত কথায় এবং কার্যে নবুওতে মোহাম্মদীয়ার আলোকে ধারা এবং সুন্নতের জ্যোতিঃ পুঞ্জকে এমন দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করতে সক্ষম। তাঁকে দেখে এবং তাঁর কথা ভাবতেই হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠে রসূলুল্লার (দঃ) হাকীকী এত্তেবা বা প্রকৃত অনুসরণ একেই বলে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত পেশ করে মওলানা আবুল কালাম আযাদ তঁার 'তাযকেরাহ' গ্রন্থে বলেন

"শরীঅতের ব্যাপকতম জ্ঞান, কিতাব ও সুন্নার সূক্ষতম বিষয়ে গভীরতম অনুভূতি এবং জীবনের প্রতি স্তরে, বাক্যে ও প্রতি কার্য্যে তার বাস্তবায়নের চেষ্টা ও সাধনা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিশেষ পরিচিতি,

بلکہ ان کے منصب تجدید و امامت
فی الدین کا اصلی جوہر...

'বরং এটাই তাঁর দ্বীনের নব প্রতিষ্ঠা দান ও নেতৃত্বের আসন লাভের মৌল কারণ।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার যুগে মুসলিম জগতে ফকীহ, মুহাদ্দিস এমন কি মুজতাহিদ আলেমের সংখ্যা কম ছিল না। বিশেষ করে শাম ও মিসরে দ্বীনের ইমাম এবং আলেমগণের এক বিরাট জামা'ত রাজ্যের প্রতি অংশেই বিদ্যমান ছিল। কাযী আবুল বারাকাত মাখযুমীর মতে وكان فى مصر و بالشام سبعون مجتهدا "এক সিরিয়া প্রদেশেই ৭০ জন মুজতাহিদ বিদ্যমান ছিলেন।" হাফেয শামছুদ্দীন যাহাবী, ইবনে কুদামা এবং ইবনে হজরের বরাতে মওলানা আবুল কালাম আজাদ 'তার তাযকেরায় ২৪ জন বিশিষ্ট আলেম ও ইমামে দ্বীনের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ ইলমে-সুন্নতের ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা এবং সে সবের মূল্যও কম নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের খেদমতের দাম আজও অপরিশোধ্য। কিন্তু তখনকার অধঃপতিত সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব এঁদের কারও পক্ষে স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মুজাদ্দেদে আ'যম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ।১ অন্যান্য আলেমে-দ্বীন যে খেদমত করছিলেন সে সব আরও উন্নত তর উপায়ে আঞ্জাম দেওয়ার পরও তিনি এগিয়ে গেলেন মিল্লাতের সংশোধন ও পুনর্গঠনে, সুন্নতের নিশানকে বুলন্দকরণে, সমাজ জীবন থেকে বিদআতের নিশ্চহ্নকরণে, কিতাব ও সুন্নার দুর্বোদ্ধ বিষয় সমূহ সম্পর্কে মুসলমানদের মন থেকে দ্বিধা ও সন্দেহ নিরসনে, ওয়াযে নসীহতে, রচনায় এবং তলওয়ার হাতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লার পথে নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে খওয়াবে গাফলতে নিমজ্জিত মুসলমানদিগকে জাগরিত করে তাদেরকেও জিহাদের অগ্র

১। মওঃ আবুল কালাম আযাদের তাযকেরাহ, ১৯০ পৃষ্ঠা। মুজাদ্দিদ রূপে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব উপলব্ধির জন্য উক্ত গ্রন্থের ১৮৯ হইতে ২৯২ পৃষ্ঠা মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য।—লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

বাণীতে উদ্বোধিত করার কার্যে। সমসাময়িক আলেমদের মনে এ সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের ধারণা এমন কি ছায়াপাত পর্যন্ত হয় নি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন অসাধারণ মেধা ও অনন্যসুলভ প্রতিভার অধিকারী, জ্ঞানের মহা সমুদ্র, তাকওয়া ও পরহেযগারীর দুর্লভ নমুনা, সূক্ষ্মদ্রষ্ট ও দূরদর্শী, সমসাময়িক অবস্থার নিপুণ বিশ্লেষণকারী, এবং অনুপম সাহস, অত্যুজ্জ্বল ত্যাগ, মহত্তর চরিত্র ও অতুল্য বীরত্বের উজ্জ্বলতম নমুনা।

মুজাদ্দিদের সমস্ত গুণাবলী তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত ও মূর্ত হয়ে উঠেছিল বলেই আল্লামা শিবলী নু'মানী তাকে শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদরূপে আখায়িত করেছেন। তাঁর মতে অন্যান বহু ক্ষেত্রে ইমাম গাযালীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও মুজাদ্দিদের আসল যে বৈশিষ্ট ও পরিচয় চিহ্ন তা ইবনে তাইমিয়ার মধ্যেই অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ১

ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল তাঁর The Reconstruction of Religious thought in Islam এ তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ২ আর মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ৩

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পুনর্গঠন মূলক তৎপরতার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি আলেম এবং সমাজ কর্মীদের দৃষ্টির মোড় কুরআনে হাকীম এবং হাদীসে পাকের মূল কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'অসূলে তাফসীর' নামীয় মওঃ আবদুর রায্যাক মালিহাবাদীর উর্দু অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর যুগের সমস্ত সমস্যার—সে সমস্যা কালাম ও ফিকা শাস্ত্র সম্পর্কীয় হোক, কিম্বা সমাজ জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি যে বিষয়েই হোক সব কিছুর—সমাধানের উপকরণ ও ইঙ্গিত কুরআন ও হাদীসে সন্ধান করেছেন এবং সরাসরি

---

১ مقالات شبلی جلد پنجم ص۶۵-۶۶-امام ابن تیمیه از محمد یوسف کوکن عمری ایم-ایے-ریڈار مدارس یونیورسٹی ص-۴-۵۰

২। P—152

৩। মওঃ আবুল আ'লা মওদুদী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

1. He Subjected greek logic & philosopy to a more searching and severer criticism than had been done by Imam Ghazali and expressed its fallacies and weaknesses so clearly that it lost most of its importance in the rationalistic field almost permanently.

2. He provided such strong arguments in support of the Islamic beliefs and injunctions as were more rational and in greater conformity with the spirit of Islam than those supplied by Imam Ghazali. The reasoning of Imam Ghazali suffered from an unusually strong rationalistic bias, where as Ibn-i-Taimiyyah chose the common-sense way of interpreting and explaining the secrets of Islam which was clearly more natural, more effective and more akin to the spirit of the Quran and Sunnah. His was, therefore, a unique approach.

www.ahlehadeethbd.org

এই দুই উৎস থেকেই প্রধানতঃ প্রমাণ পেশ করেছেন। ফলে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সব সমস্যার সমাধান মূলতঃ কুরআন ও হাদীসেই মওজুদ রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন ও হাদীসের যে সব বিষয়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গমে মুতাকাল্লেমুন, ফুকাহা ও বিদআতীগণ ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়ে ভুল অর্থ ও ও গৌণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তিনি তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং সূক্ষ্মবিচার বুদ্ধির প্রয়োগে সে সবের সোজা, সহজ ও প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের এই সব কঠিন এবং সন্দেহ যুক্ত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা লিখে তিনি পরবর্তীদের জন্য অমূল্য সঞ্চয়রূপে রেখে গেছেন।

তৃতীয়তঃ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহবাদীদের সন্দেহ অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে তিনি নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। পুরাতন বিদ্আতীর দল এবং আজিকার নব্য চিন্তাধারার পারপোষকগণ নিজেদের স্বকপোলকল্পিত খেয়ালের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক রূপে দেখতে পান হাদীসকে। এই জন্য শরীঅতের পুরাতন এবং নূতন ব্যাখ্যাকারীগণ সর্বদা রসূলুল্লার (দঃ) হাদীস সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর "মিনহাজুস সুন্নায়" এবং "উসূলে তফসীরে" সহী হাদীসের বিরুদ্ধে এই সন্দেহ সৃষ্টির সূক্ষ্মতম কারণগুলো নিরসনের চেষ্টা করেছেন। তিনি সহীহ হাদীস সমূহ এবং বিশেষ করে সহীহাইন—বুখারী ও মুসলিমের অকাট্য ও সন্দেহমুক্ত সত্যতার বিশদ প্রমাণ সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম ইবান তাইমিয়াকে সম্যক বুঝতে হলে তাঁর সমসাময়িক কালে মুসলমানদের অবস্থা এবং সঙ্কট ও সমস্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই।

মুসলমানগণ তখন চলেছিল ধ্বংসের পথে, তাদের ব্যক্তি জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের অভিশাপ আর সমাজ জীবন কলুষিত হয়ে উঠেছিল শির্ক বিদ্আতে, গ্রীক, মনতেক ও ফলসফার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ

3. He not only raised a strong voice against rigid conformity (taqlid) but successfully undertook Ijtihad also, in the manner of the early religious doctors ... ... He was able to set open the gate of Ijtihad and demonastrated precisely how to use and exploit fully one's abilities in that field.

4. He cleared Islam of all impurities, purged its system of all shades of evil and presented it afresh before the world in its original pure form. He did not spare any person, however big and respectable, in his criticism --Wrong customs and practices which had been accepted as part of Islam for centuries for which religious sanctions had been obtained and to which even the ulema had closed their eyes were ruthlessly attacked by Ibn-i-Taimiyyah. This straight and independent thinking and sharp outspokenness of his turned a whole world against him, so much so that even at present Ibn-i-Taimiyyah is remembered in a manner not very kind and pleasant.·····But the fact is that the cry raised by him of following and practising the true and pure faith generated a powerful movement which can still be heard reverbarrating the world of Islam.

(Vide : A short history of the Revivalist movement in Islam, P P 65—68)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও অন্ধ অনুরাগ শিক্ষিত লোকদের মন মস্তিস্ককে করে রেখেছিল সমাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত।

প্রত্যেক শহরে চারি মযহাবের পৃথক পৃথক মসজিদ, মাদরাসা এবং সরকার পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক কাযীর ব্যবস্থা ছিল। ফরূয়ী মসলা মাসায়েলের চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণ এবং এই নিয়ে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব কলহ এবং ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের বিষক্রিয়া বড় বড় আলেমকেও করে তুলেছিল দিশাহারা। তাহলীল প্রভৃতি অনৈসলামিক ভাবধারার প্রচারে শীয়া দলভুক্ত কোন কোন শ্রেণীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী কর্তৃক খৃষ্টানদের বাহুবল বিধ্বস্ত হওয়ার পর ইসলামের প্রতিরোধ এবং মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে খৃষ্টানগণ অন্যপথ অবলম্বন করেছিল। পুস্তক পুস্তিকা লিখে তাতে কুরআন মজীদের বিকৃত অর্থ প্রকাশ ক'রে তারা দেখাতে চেষ্টা করল যে, মোহাম্মদ (দঃ) পয়গম্বর হয়ে এসেছিলেন কিন্তু শুধু আরবদের জন্য; অপর পক্ষে হযরত ইসার (দঃ) ধর্মপূর্ণপরিণত এবং সকল বিশ্বের জন্য। খৃষ্টান রাজ্যে মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচারও শুরু ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সর্বোপরী মুসলিম রাজ্যগুলির উপর দুর্ধর্ষ তাতারীদের পৌনঃপুনিক আক্রমণ, লুটতরাজ ও খুনখারাবীর বিভীষিকা নেমে এসেছিল

মুসলমানদের এমনি সর্বগ্রাসী বিপদের দুঃসময়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ন্যায় বিপ্লবী অগ্নি পুরুষেরই প্রয়োজন ছিল—তাদের মানসিক ও আত্মিক মহামারীর বিপদ থেকে মুক্তি দিতে, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং তাদের মরা দেহে নব জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করতে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরর ন্যায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া সমাজের নাড়ি টিপে এবং চেহারা দেখেই আসল রোগের diognise করতে পেরেছিলেন। দক্ষ অস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল সঙ্কল্পে কঠিনতম operation এর ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শক্ত হাতে ছুরি চালিয়ে শির্ক ও বিদআতের গোড়া কাটার তিনি চেষ্টা করলেন, কুরআন ও হাদীসের দীপ্ত আলোকে ইত্তেহাদীয়া তথা ওয়াহদাতুল ওজুদের মতবাদকে পরখ ও বিশ্লেষণ করে খালেস ইসলামের দিকে ছূফী, ফকীর ও খানকাভক্তদেরকে আহ্বান জানালেন, মুতাকাল্লেমূন ও শীয়া ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে বহু গ্রন্থ তিনি লিখলেন, খৃষ্টানদের বিভ্রান্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করলেন। হযরত ঈসার আসল ধর্ম কি ভাবে কখন কাদের দ্বারা পরিবর্তিত হ'ল, প্রচলিত বাইবেল যে কুরআন বর্ণিত আসমানী ইঞ্জিল নয়, আর খৃষ্ট ধর্ম নয়—ইসলামই যে একমাত্র বিশ্ব ধর্ম এবং এ ধর্ম কবুল করা ছাড়া কারও যে গত্যন্তর নেই তার ভূরিভূরি প্রমাণ তিনি এ গ্রন্থে পেশ করলেন।

মুসলমানদের অন্তরে তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি নূতন অনুরাগ সৃষ্টি করলেন, তাঁর ক্লান্তিহীন চেষ্টায় ও বিরাম হীন সাধনায় সাধারণ লোকের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হ'ল, এ দুই বস্তুর উপর সরাসরি আমলের প্রবণতাও বেড়ে চলল, পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ এবং গতানুগতিক পথ পরিহারের প্রেরণা হৃদয়ে জেগে উঠল, তাঁর অসংখ শাগরীদের অন্তরে কুরআন ও হাদীসকে উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝবার এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুভূতি জাগ্রত ও জলন্ত হয়ে উঠল। তিনি এমন এক দল জাগ্রত-মস্তিষ্ক দক্ষ লেখক ও হক প্রবক্তা গড়ে গেলেন যারা তাঁর আরব্ধ কার্যকে জোরে শোরে এবং হেকমতের সঙ্গে চালিয়ে জ্ঞানের প্রসার ও বুদ্ধির মুক্তির খেদমত আনজাম দিয়ে চললেন।

আজীবন কুমার, ত্যাগ-বীর, মর্দে মুজাহিদ ও মুজাদ্দিদে আ'যম শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া দর্সের কুঠরীতে, জিহাদে ময়দানে এবং জেলের বন্ধ প্রকোষ্ঠে তাঁর কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময় কাটালেও প্রয়োজনের তাকীদে অসংখ্য মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আবু জাহরার প্রণীত আরবী জীবনী গ্রন্থের উর্দু তর্জুমা حياة شيخ الاسلام ابن تيميه পুস্তকের পরিশিষ্টে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও রচনাবলীর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় তাঁর রচিত তফসীর সংক্রান্ত ১০২ খানা, হাদীসের ব্যাখ্যায় ৪১ খানা, ফিকাহ ও ফতোয়ার উপর ১৩৮ খানা, উসূলে ফিকাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ২৮ খানা, আকায়েদ ও কালামের উপরে ১২৬ খানা, আখলাক, যুহদ ও তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়ে ৭৮ খানা, ফলসফা ও মন্তেকের উপর ১৭ খানা, চিঠিপত্রের আকারে ৮ খানা এবং বিবিধ বিষয়ক ৫৪ খানা মোট ৪৯৪ খানা পুস্তক রয়েছে। তাঁর এই বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের অনেকাংশ পাওয়া না গেলেও গুরুত্বপূর্ণ বহু গ্রন্থের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং ছোট বড় শতাধিক গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বহু জীবনী গ্রন্থ, আলোচনা ও সমালোচনা পুস্তক এবং তাঁর উপর লিখিত প্রবন্ধ রাজি আরব রাজ্য সমূহ এবং ইউরোপ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। উর্দুতেও বিগত ৫০ বছরে ৩১ খানা বই অনুদিত হয়েছে এবং তাঁর অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্যও নহে। দুখানা বিরাট জীবনী গ্রন্থ ছাড়াও ছোট জীবনীও বহু প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা এবং ৬ কোটি তওহীদপন্থী মুসলমানের মুখের ভাষা বাংলায় এ পর্যন্ত তাঁর একখানা পুস্তকও অনুদিত হয়ে প্রকাশ লাভ করতে পারে নাই। মরহুম মওলানা মনিরুদ্দীন আনোয়ারী প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে সাপ্তাহিক আহলে-হাদীসে তাঁর বিস্তৃত জীবনী রচনা শুরু করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তার ৩২ কিস্তি বের হওয়ার পর মধ্যপথে লিখা বন্ধ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত ২।১ খানা চটি পুস্তিকা ছাড়া এক খানা পড়ার মত তাঁর জীবনী গ্রন্থও বাংলায় বের হ'ল না। অথচ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের রূপায়ণে এবং মুসলমানদিগকে বর্তমান যুগের বহুবিধ বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার ক'রে খালেস ইসলামের সেরাতে মুস্তাকিমে চলার কাজে সহায়ক রূপে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার গ্রন্থরাজি প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তানের বহু বিঘোষিত ইসলামী আদর্শকে তার সত্যিকার অর্থে ও অনাবিল রূপ রেখায়—মুসলিম মানসে অঙ্কিত এবং তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে রূপায়িত করার জন্য শায়খুল-ইসলাম, মুজাদ্দিদে কামেল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার গ্রন্থরাজি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ইসলামী সাহিত্যে খুব কমই মিলবে।

এই গুরুত্বের প্রতি আমি আদর্শ পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা এবং বিশেষ ক'রে সরকারের সাহায্যপুষ্ট ইসলামী একাডেমী, বাংলা একাডেমী ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ও কর্মকর্তাগণের নেক নজর অকর্ষণ ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি।*

* [২৬শে ফেব্রুয়ারী ইসলামী একাডেমী হলে বিশেষ সেমিনারে পঠিত]।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম প্রচার ও আরবী শিক্ষা

॥ গোলাম গোলাম মোহাম্মদ ॥

ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তি সমূহ পৃথিবীর যে যে দেশ ও অঞ্চল অধিকার করিয়াছেন বা যে যে দেশে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইয়াছেন সেই সেই দেশেই তাহারা "বাইবেলের সুসমাচার" প্রচারণার জন্য অজস্র অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া বহু সংখ্যক ধর্ম প্রচারক পাঠাইয়াছেন। আজ পর্য্যন্তও এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম হয় নাই। এতদসত্বেও শ্বেত ও কৃষ্ণকায়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকার জন্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম ও সাম্যবাদের অভাবে, খৃষ্টীয় ধর্ম এশিয়া ও আফ্রিকায় আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। পাক-ভারতে বিভিন্ন দেশীয় মুসলমান রাজন্যবর্গ প্রায় হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে রাজকীয় ব্যয়ে বা সাহায্যে তায় কোন প্রকার প্রচারক সংঘ পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিগোচর হয় না। নানা প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া ইসলামের যেটুকু প্রচারণা বেসরকারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এতদ্দেশে করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহারই ফলে পাক-ভারতে ১০ কোটী মুসলমানের অস্তিত্ব দেখা যায়—যদিও এই বিরাট সংখ্যক মুসলমানের একটি বড় অংশ বিদেশাগত।

ইসলাম ইহকাল ও পরকালের জন্য শান্তি, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যের খনি। প্রার্থনায় বলা হয়—"হে আমাদের প্রভু, আমাদিগকে ইহকালে এবং পরকালে কল্যাণ দান কর।" ইসলামের অকপট সাম্যবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সুবিচার, সৌজন্য, ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত দুনিয়ার কোন জাতির ধর্মনীতিরই তুলনা হইতে পারে না। ইসলামের এই সাম্য ও সৌন্দর্য্যের ডালা মুসলিম শাসন কালে পাক-ভারতে সম্যকরূপে প্রদর্শন করার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করা হয় নাই। ইসলামের মূলনীতিগুলি এই অতি মাত্রায় রক্ষণশীল দেশে প্রচারণার পথে বিঘ্ন বিপত্তি যে না ছিল তাহাও বলা চলে না। তবে ইসলামের অকাট্য যুক্তি দ্বারা এই বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করাও খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু ইহাতেও একটি অন্তরায় ছিল—বিদেশাগত প্রচারকগণ ইসলামী কৃষ্টিতে সুপণ্ডিত থাকিলেও দেশীয় ভাষা তাঁহারা ভালরূপে জানিতেন না এবং এতদ্দেশীয় প্রচারকগণও ইসলামের সৌন্দর্য্যের উৎস আরবী ভাষ জানিতেন না। পাক-ভারতে সহস্র বৎসর কাল মোগল পাঠানের প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ফারসী ভাষাও পাক-ভারতের ভাষা জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া গিয়াছে। পবিত্র কোরআন জ্ঞানপূর্ণ নির্দেশ সমূহ এবং বিশ্ব প্রেমিক মহামানব হযরত নবী করিম (দঃ) এর অমৃতভরা উপদেশাবলী ফারসী ভাষার মাধ্যম ব্যতীত এতদ্দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমানের প্রতি সর্বপ্রধান বাধ্যতামূলক নির্দেশ "ছালাত" ও "ছিয়াম" 'নামায' ও 'রোজ' ফারসী আবরণে আবৃত না হইয়া এতদ্দেশে আত্ম প্রকাশের সুযোগ পায় নাই। বাঙালী মুসলমানদের পর্যন্ত আরবী কৃষ্টি কলার সহিত পরিচিতির পথে উর্দু ও ফারসী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাষা দুর্লঙ্ঘ্য লৌহ প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া থাকিত। এই প্রাচীর দ্বয় উল্লঙ্ঘন করিতে অর্থাৎ উর্দু ও ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্ব লাভ করিতে বাঙালী শিক্ষার্থীদিগকে তাহাদের জীবনের এক বৃহদাংশ ব্যয় করিতে হইত। ফারসী ভাষার শিক্ষকগণ উর্দু ভাষায় ফারসী কাব্য বুঝাইয়া দিতেন, বাঙালা ভাষা তাহারা মুখে বলিতেন না। যথা

کنونت کہ امکان گفتار ہست
بگوائے برادر بہ لطف وخوشی
کہ فردا کہ پیک اجل دررسد
نہ حکم ضرورت زبان درکشی

এই কবিতাটি বাঙালী ছাত্রকে বুঝান হইত—

اب کہ تجھ میں بولنے کی طاقت
ہی اے بہای مہربانی اور خوشی
سے باتیں کر کیونکہ کال جب موت
کا قاصد پہونچ جاے گا تو مجبورا تجھے
حدھی زباں بند کرنی پڑیگی •

ইত্যাদি—

তদানীন্তন চিন্তাবিদগণের কেহ কেহ দয়া করিয়া সুকোমলমতি শিক্ষার্থীগণের প্রাণে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দানের জন্য ফারসী ব্যাকরণ ও শব্দকোষ কবিতা করিয়া শিক্ষা দিতেন। যথা :—

'ফিল' হ্যায় হাতী, আছপ' হ্যায় ঘোড়া
বেছিয়ার বহুৎ হ্যায়, আন্দক হ্যায় থোড়া

এইভাবে ফারসী শব্দকোষ মুখস্থ করার পর শিক্ষার্থীগণকে শেখ সাদীর গুলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, ফরিদউদ্দীন আত্তারের পান্দনামা, জামীর ইউসুফ-জোলেখা, নিজামীর সিকান্দর-নামা প্রভৃতি পড়ান হইত এবং উল্লিখিত প্রথায় উর্দু ভাষায় উহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত, সঙ্গে সঙ্গে নবাব জুলফিকার আলী সাহেবের ফারসী ব্যাকরণ "মুচদারফাউজ্জও" পড়ান হইত। এই সমস্ত ফারসী কাব্য অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্ব লাভ করার পর যাহাদের উৎসাহের বন্যায় ভাটা পড়িত, তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া "মুন্সী" আখ্যা প্রাপ্তে কৃতার্থ হইয়া পড়িতেন, আরবীভাষার সহিত সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য তাহাদের জীবনে আর ঘটিয়া উঠিত না। ইহার পরেও যাহারা আরবী কৃষ্টির সহিত পরিচয় লাভ করার বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিতেন সেই নাছোড়-বান্দাগণ পদব্রজে দিল্লী, আগ্রা, বেরেলী, কানপুর, দেওবন্দ, সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানের আরবী মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া ফারসী ভাষার মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের "ছরফ্" অংশ কয়েক বৎসর মুখস্থ করিতেন। কুকুরের মত সর্বদা ব্যাকরণের শব্দ ও ক্রিয়ার রূপ মুখস্থ করার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইত— "ছর্‌ফিয়াঁরা" মগজ বায়েদ চুঁ ছাগা" অর্থাৎ ছরফ্ পাঠার্থীগণের মস্তিষ্ক কুকুরের মত অক্লান্ত শব্দকারী হওয়া আবশ্যক। ইহার পর আরবী শিক্ষার্থী ফারসীর মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের "নুহু" বা সিণ্ট্যাক্স অংশ পাঠের অধিকার লাভ করিতেন। যথা : ইন্না ব আন্না, কাআন্না, লায়তা লাকেন্না, লাআল্লা, নাছিবে ইস্‌ম্‌ কনান্দ ওয়া রাফ্এ খবর যিদ্দে মা ও লা ইত্যাদি। ইহার পর মূল আরবী ব্যাকরণ হেদায়তুন্নহু, কাফিয়া, মোল্লা জামির টীকা প্রভৃতি অধ্যয়ন করার পর প্রৌঢ় বয়সে বাংগালী ছাত্র আরবী সাহিত্য ও কৃষ্টিকলার সহিত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য লাভ করিত। ইম্রুল কায়েছের প্রেমের কবিতা বা কবি হারিরীর মাকামাৎ তখন আর এই সারা জীবন ব্যাপী অধ্যয়ন-শ্রম ক্লান্ত বিদ্যার্থীগণের প্রাণে যেমন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আনন্দ দান করিতে পারিত না পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া, ইমাম আবু হানীফা সাহেবের শরিয়তের ইলম "এস্তেহসান" ও মুর্জ্জীয় মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া মস্তেকভিত্তিক ফেকা—'হেদায়া', 'দোররে মোখতার', ফাৎওয়ায়ে আলেমগিরী প্রভৃতি ব্যবহার শাস্ত্রকে ইস্‌লামের অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করতঃ 'দস্তারবন্দ' হইয়া বা পাগড়ী বাঁধিয়া স্বদেশ প্রত্যাগত হইতেন। এখন আরবী শিক্ষার্থীগণকে আর হিন্দুস্তান যাইতে হয় না এবং যাইবার উপায়ও নাই বলিয়া দেশের সর্বত্রই উচ্চ শ্রেণীর পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু মুসলমানের আমলের ঐ পুরাতন শিক্ষানীতি ও পাঠ্য তালিকার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। ফারসী ও উর্দু একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুধ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙলাভাষী আরবী শিক্ষার্থীগণের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ এইরূপে অপব্যয় হইতেই থাকিবে।

উর্দু একটি রাষ্ট্রনৈতিক বর্ণশঙ্কর ভাষা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহার সৃষ্টি। বহু বৎসরব্যাপী বৈরিতার অবসান হইবার পর ফরাসী ও ইংরেজ জাতির মধ্যে পরস্পরভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ইংলিস ও ফ্রেন্স ভাষার সংমিশ্রণে "লিংগুরা ফ্রাঙ্কা" নামে যেমন একটি মিশ্রভাষা সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারত সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে সেইরূপ একই রকম উর্দু (uniform) পরিহিত তাতারী, ঈরানী ও হিন্দী (ভারতীয়) সৈন্যগণের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি ও ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষার ক্রিয়াপদ এবং কিছু শব্দ লইয়া ফারসী অক্ষরে লিখিত উর্দু ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। প্রাথমিক যুগে এই ভাষার অধিকাংশ শব্দ হিন্দী ভাষা হইতে গৃহীত হইত এবং হিন্দী (ভারতীয়) জনসাধরণ উহা অনায়াসে বুঝিতে পারিত। পরে এই ভাষার ভিতর আরবী ও ফারসী শব্দ অত্যধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে হিন্দুদের নিকট উহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠে এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দী ও উর্দু ভাষার মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ফলতঃ আরবী ও ফারসী ভাষার শব্দ উর্দু ভাষাতে এত অধিক পরিমাণে উত্তরোত্তর প্রবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে যে আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিতগণ ব্যতীত পাক-ভারতীয় সাধারণ লোকের পক্ষে উহা বুঝিয়া উঠা সম্ভাপর হইয়া উঠিতেছে না। ইংরেজী ভাষার উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বর্তমান সময়ে প্রচলিত উর্দু ভাষা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না, যদিও ভদ্রতা ও শালীনতা রক্ষার খাতিরে কেহ কেহ বুঝার ভান করিয়া থাকেন। এহেন উর্দু ও ফারসী ভাষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলেই বাঙালী মুসলমানের অধিকাংশই এখনও আরবী ভাষা এবং আরবী কৃষ্টি-কলার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত রহিয়াছেন। পাক-ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম অধ্যুসিত দেশের অধিবাসীমাত্রই তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য দেশে অসংখ্য পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া যে লক্ষ লক্ষ বেকারের সৃষ্টি করা হইতেছে, এই বেকারগণকেও ত এই দুনিয়াতেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার কোন উপায় বা সম্ভাবনাই ত উহাদের সম্মুখে দেখা যায় না। মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনান্তে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহারা দেখিতে পান যে, ভিক্ষা করা ছাড়া এই পৃথিবীকে তাহাদের জন্য অন্য কোন অর্থ করী কর্মক্ষেত্রই খোলা নাই। কৃষিকার্যে অভ্যাস নাই, বাণিজ্যের মূলধন নাই, শ্রমের কাজে সামর্থ নাই, রাজঘরে কোন চাকুরী প্রাপ্তির ব্যবস্থা নাই। স্বল্প বেতনে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষকতা করারও যোগ্যতা নাই। মাদ্রাসা স্থাপনের উৎসাহের বন্যায় যে ভাবে হু হু করিয়া মৌলবী বা শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির আয়োজন চলিয়াছে তদ্দৃষ্টে হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সরকার এই শিক্ষিত বেকারগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই উদাসীনতার নীতি ত্যাগ করিয়া সরকারকে আমরা কার্যকরী নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। তাহা না করিলে, দুইদিন পরে হয়তঃ এই শিক্ষিত বেকারের বিরাট 'ভুক মিছিল' তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। আরবী শিক্ষিত বেকারগণের জীবিকার ব্যবস্থা করার ঝামেলা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মাদ্রাসার শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়াও বৈধ হইবে না; কারণ আরবী ভাষাই একমাত্র মুসলিম কৃষ্টির উৎস। এই উৎস মুখ বন্ধ হইয়া গেলে মুসলিম কৃষ্টি মরিয়া যাইবে। মুসলিম কৃষ্টি, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জ্ঞানশক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে, আরবী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও গুরুত্ব দিতে হইবে—আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত শেষ-পরীক্ষোত্তীর্ণ আলেমগণকে কলেজে শিক্ষিত গ্রাজুয়েটগণের প্রাপ্যের সরকারী চাকুরীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থান দিতে হইবে; পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে এবং প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষার পাশাপাশি আরবী শিক্ষিত উপাধিপ্রাপ্ত মেধাবী ওলামাগণের জন্য নির্দিষ্ট হারে স্থান করিয়া দিতে হইবে এবং আরবী ভাষাতেই তাহাদিগকে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দান করিতে হইবে যতদিন এই প্রথা পরিগৃহীত না হইবে ততদিন পাকিস্তানে আরবী শিক্ষা কায়রোর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জোরদার হইয়া উঠিতে পারিবে না। শুধু ধর্মের দোহাই দিয়া আরবী শিক্ষার প্রতি মানুষের উৎসাহ বজায় রাখা বা এই শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হইবে না। আরবী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান না দিয়া এবং আরবী শিক্ষিত আলেমগণকে, সরকারী চাকুরীতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে গ্রহণ না করিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা প্রতি বৎসর হাজার হাজার আলেম সৃষ্টি করার অর্থ হইতেছে দেশে হাজার হাজার বেকারের সৃষ্টি করা। সম্মুখে উজ্জ্বল সম্ভাবনা না থাকায় বর্তমানে কোন প্রতিভাশালী বিদ্যার্থীই মাদ্রাসা শিক্ষায় অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন না। ধর্মপরায়ণ গরীবদের জন্যই উহা যেন একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা সমাপনান্তে আরবী শিক্ষিত এই বেকারের দল তাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী কোন পথই খোলা না পাইয়া বাধ্য হইয়া আরও বেকার সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন বা সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া দলাদলির অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করতঃ তাহাদের কর্মহীন সময়ের অপব্যবহার করিতে বাধ্য হন।

মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। টেলিগ্রাফী, ষ্টেনোগ্রাফী, টাইপ রাইটিং, বুক কিপিং, টাইপ-কম্পোজিটরী, মটর মেকানিজম্

www.ahlehadeethbd.org

প্রভৃতি বিষয়ে আলেম ও ফাজেলগণকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া এবং সরকারী চাকরীতে ইহাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকরীর সংস্থান করিয়া পাক সরকার এই বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধা করিয়া দিতে পারেন। প্রকৌশল বিজ্ঞানে কিছু শিক্ষাদান করিয়া উহাদিগকে ওভারসিয়ার, সাবওভারসিয়ার প্রভৃতি কার্য্যেও নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ সার্ভে শিক্ষা দিয়া উহাদিগকে ডেভেলপমেন্ট বিভাগের রাস্তাঘাট প্রভৃতি পরিমাপের কাজেও নিয়োগ করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন বিভাগে কাজ করারও ইহাদের যোগ্যতা আছে। ইংরেজ শাসনকালে ফাইন্যাল মাদ্রাসা পাশ আলেমদিগকে সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করার বিধান ছিল। ঐ বিধান পুনরুজ্জীবিত করিলেও এই বিরাট সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। মুমতাজুল মোহাদ্দেসিন ও মুমতাজুল ফুকাহাগণকে ল ক্লাসে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিয়া অথবা ছড়াছড়িভাবে একটি প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ যোগ্য আলেমগণকে ইনকাম ট্যাক্সের উকীলগণের মত ইসলামিক আইনের উকীল হিসাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে প্র্যাকটিস করার অনুমতি প্রদান দ্বারাও এই সমস্যা সমাধানের কিঞ্চিৎ সুরাহা হইতে পারে। পার্ল্লিসিটি, ভ্যাক্সিনেশন প্রভৃতি বিভাগেও কাজ করার ইহাদের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে।

পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করারও নেহায়েত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যযুগের প্রচলিত উর্দু ও ফারসী ভাষায় অধ্যাপনা মাদ্রাসা সমূহ হইতে সম্পূর্ণ রূপে উঠাইয়া দিয়া একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কাব্যামৃতের রসাস্বাদ ছাড়া ফারসী ভাষায় তেমন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা গ্রন্থ নাই। পক্ষান্তরে নানা কারণে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি এখনও দেশীয় ভাষায় অনুদিত হইতে না পারার জন্য ইংরেজির মাধ্যমেই যখন সমস্ত ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান এখনও শিক্ষা করিতে হইতেছে, তখন ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাটাও আপাততঃ বাধ্যতামূলক করাই প্রয়োজন এবং হাই ইংলিশ স্কুল প্রচলিত প্রথায় মাদ্রাসা সমূহেও ফারসীর পরিবর্তে Advanced science শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্তন করা আবশ্যক।

ইসলামের অভ্যুত্থানের যুগেই আরবীয় মুসলমান পণ্ডিতগণ গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণের উন্নত চিন্তাধারাসক্ত ন্যায়দর্শন, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহারই বদৌলতে পাক ভারতে ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা এখনও সম্প্রসারিত রহিয়াছে। দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজ এই চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সঞ্জীবিত রাখার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। অতএব 'চিত্রাঙ্কন বিদ্যা' শিক্ষাদানের জন্য সরকার যেমন College of Arts and Crafts স্থাপন করিয়া উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন তদ্রূপ তিব্বিয়া কলেজ স্থাপন করতঃ উহাও অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরভুক্ত করিয়া লইলে একটি মৃতপ্রায় বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন প্রাপ্তি সাথে সঙ্গে চিকিৎসকের অভাবগ্রস্ত এই দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে আরবী শিক্ষিত আলেমগণেরও জীবিকার একটি পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

Contents

বিরাট ইসলামী জালসা

স্থান :—বাংলা বাজার দাখেলী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ

পোঃ শুভগাছা, জেলা পাবনা।

বাংলাদেশ

আস্ছালামু আলায়কুম, পর আরয়জ এই যে, কাজিপুর থানার অন্তর্গত শুভগাছা ইউনিয়নের "বাংলা বাজার দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আগামী ১৪ই ফাল্গুন, ১১ই মহরম, রোজ রবিবার বেলা ৪ ঘটিকায় অত্র মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে ইহার সপ্তম বার্ষিকী জালসার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত জালসায় বক্তৃতা করিবেন ছোনগাছা নিবাসী অন্ধ মৌঃ মোঃ রিয়াজ উদ্দিন হাফেজ সাহেব, আমিনপুর নিবাসী মৌঃ মোঃ শমসের আলী সাহেব ও আরও অনেকে।

উক্ত জালছায় দলে দলে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করতঃ অশেষ সওয়াবের ভাগী হউন। ইতি। তাং ১৫/২/৭২

আরজ গুজার—

মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষে—

মৌঃ মোঃ জিয়াউল হক্

বিঃ দ্রঃ— মাইকের ব্যবস্থা থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমস্ত আরব জাহানের সহিত পাকিস্তানের ভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্যমান আছে। ইংরেজি শিক্ষিত রাষ্ট্রদূত বা হাই কমিশনারগণই ঐ সমস্ত দেশে, দ্বিভাষীর সহায়তায় কার্য চালাইতেছেন। টাইটেল পরীক্ষোত্তীর্ণ আরবী ভাষার এম, এ, গণের মধ্য হইতে সমুচিত রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে আরব জাহানের রাষ্ট্রনৈতিক দৌত্য কার্য্যে বা দূতাবাসের দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করা হইলে উহা অধিকতর সন্তোষজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মওলানা শিবলী নোমানী বা আবুল কালাম আজাদের মত রাষ্ট্রনীতিবিদ আলেম পাওয়া না যাক, উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য আলেমের অভাব হইবে না।

রাজনীতি, কূটনীতি ও সমরনীতি ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্ম হইতে ঐগুলিকে পৃথক করা হইলে ইসলাম পঙ্গু হইয়া পড়িবে, দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান শক্তিহীন, উৎসাহ হীন, ভীরু ও কাপুরুষে পরিণত হইবে। যে স্বাধীনতাকে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে, শামরিক শক্তি দুর্বল হইলে সেই স্বাধীনতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? জিহাদের উন্মাদনা এবং শাহাদাৎ লাভের প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইয়া জগতের কোন মুসলিম রাষ্ট্রই শুধু বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না—পক্ষান্তরে জাতির প্রাণে যতদিন জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণা জাগরূক থাকিবে, দুনিয়ার কোনও শক্তিই ততদিন উহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। এই প্রেরণা লাভের উৎসই হইতেছে পবিত্র কোরআন এবং হাদীস। ইসলামে প্রকৃত বিশ্বাসী পাকিস্তানী মুষ্টিমেয় মুসলিম বীরের হস্তে ইউরোপ ও আমেরিকা দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত, ধন ও জন বলে বহুগুণ বলীয়ান ও ক্ষমতা-গর্বিত হিন্দুস্তানের ১৯৬৫ সনের শোচনীয় পরাজয় চোখে আঙ্গুল দিয়া জগতকে দেখাইয়া দিয়াছে যে, "ঈমানের বল বিজ্ঞান ও পশুবল হইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। এই বলে যাহারা বলীয়ান, দুনিয়ার কোন শক্তির ভ্রুকুটিতেই তাহারা ভীত নহে।"

ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান শক্তিগুলি দুনিয়া জাহানে যে রাষ্ট্রনৈতিক একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, পৃথিবীর জাগ্রত মানুষের আত্মসম্মানবোধ, আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ একাধিপত্যেরও যে এক দিন অবসান হইবে একথা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রগত স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে যে কোন সময় এই বালীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের অকাট্য বিধানে দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম রাজশক্তিকে চিরকালই পরস্পর সহানুভূতিশীল এবং ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতেই হইবে। একমাত্র কোরআনী ভাষার মাধ্যমেই দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম শক্তি একতাবদ্ধ থাকার সুযোগ পাইতেছে। পবিত্র কোরআনের আরবী ভাষা এবং ইসলামী আরবের কৃষ্টিকলা পরিত্যাগ করিলে পরস্পর যোগসূত্রের অভাবে বিশ্ব মুসলিমের ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করিতেছে,

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

"আল্লাহর রজ্জুকে তোমরা সকলেই একতাবদ্ধ হইয়া শক্তভাবে ধরিয়া থাক; পৃথক পৃথক হইও না।" [আলে-ইমরান]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হজরত নবী করীম (দঃ) ইহার ব্যাখ্যায় ফরমাইতেছেন, "পবিত্র কোরআনই আল্লাহর রজ্জু, আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ইহা বিলম্বিত আছে।" [মুসলিম ও তিরমিজি—জায়েদ এবনে আরকাম্ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত]

عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة (مسلم)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন; পবিত্র কোরআনই হইতেছে আল্লার রজ্জু, যে ব্যক্তি উহার অনুসরণ করিয়া চলিবে সে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আর যে ব্যক্তি উহাকে পরিত্যাগ করিবে সে বিভ্রান্ত হইবে।—মুসলিম

كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض

পবিত্র কোরআনই আল্লার রজ্জু। আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত উহা প্রসারিত।

আল্লাহর এই পবিত্র রজ্জুকে ধরিয়া রাখিতে হইলে উহার ভাষার প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে এবং বিভিন্ন ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে উহা প্রচারণা করিতে হইবে। আল্লাহ পাক অনুজ্ঞা করিতেছেন—

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسلته

"হে রসূল, তোমার প্রভু হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা প্রচার কর; যদি তুমি তাহা না কর তবে তুমি রেসালতের প্রচারকার্য সম্পন্ন করিলে না"
—ছুরা মায়েদা।

হযরত নবী করিম (দঃ) আদেশ করিতেছেন—

بلغوا عنى ولو اية

"আমার নিকট হইতে যদি একটিমাত্র কথাও শিখিয়া থাক তাহাই প্রচার কর।"—বুখারী।

হযরত (দঃ) নিজেও পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র প্রধানের নিকট দাওয়াতে ইসলাম সহ সুবক্তা প্রচারক সংঘ পাঠাইয়াছেন।

আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় নবীকে (দঃ) স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

لا اكراه فى الدين

"ধর্মে বল প্রয়োগ নাই।"

আল্লাহ ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন:

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون

মানব জাতির নিকট সুসমাচার প্রচারকারী এবং পাপের শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত তোমাকে পাঠান হয় নাই। যদিও অনেকেই একথাটি বুঝিতে পারিতেছে না" (সাবা)

সরল, সহজ, যুক্তিপূর্ণ, বোধগম্য, স্নেহপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর ভাষায় ইসলাম প্রচার করার নির্দেশ আছে।

আল্লাহ বলেন,

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين

যে দেশের লোক যে ভাষা বুঝে সেই ভাষাতেই (পবিত্র গ্রন্থ এবং ধর্ম কর্ম) বুঝাইবার জন্য আল্লাহ রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন।"—ছুরা ইব্রাহিম।

তিনি আরও বলিয়াছেন,

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن

"তুমি তোমার পালনকারীর পথের দিকে কৌশল এবং সদুপদেশ সহ (লোকদিগকে) আহ্বান কর এবং যে সব বাক্য অতি উত্তম তাহা দ্বারা তাহাদের সহিত বাদানুবাদ কর।"
—ছুরা নাহল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুঃখের বিষয়, পাক-ভারতে ইসলামের এই অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশের এবং ইহার প্রচারণার জন্য সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী কোনও সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নাই। কাজেই এতদ্দেশের মানুষের নিকট আমরা ইসলামের এই সৌন্দর্যের ডালা খুলিয়া ধরিতে বা উহার সুসমাচার জগতের কানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছি না।

ইসলামের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য এবং ইহার বিশ্বজনীন অকপট সাম্যবাদ সন্দর্শনেই দুনিয়ার প্রায় চারি ভাগের এক ভাগ নরনারী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অন্তর্নিহিত গুণ, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য, ত্যাগ, বিশ্বপ্রীতি, দয়া, সাম্যবাদ, ভদ্রতা, সৌজন্য, উপাসনা ধ্যান-আরাধনা এবং যুক্তিনির্ভর মতবাদের সৌন্দর্য্য সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত এবং প্রচারিত হইতে পারিলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই যে ইসলামের এই স্বভাবসিদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্মে বা ইসলাম প্রচারণায় কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ এবং বল প্রয়োগের এখানে কোনও আবশ্যকতা নাই; কারণ অন্যায়, অযৌক্তিক এবং প্রতিবাদযোগ্য কোনও বিষয় ইসলামে নাই। সবল যুক্তি বা প্রমাণের অভাব হইলেই দুর্বলচিত্ত মানুষেরা সচরাচর ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং একগুয়েমী দ্বারা উহা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ক্রোধই মানব প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা নৈতিক দুর্বলতা। সরল যুক্তির যেখানে প্রাচুর্য্য দুর্বল ক্রোধ, পশুবল বা একগোয়েমীর সেখানে স্থান কোথায়? ইসলামের ঐহিক এবং পারত্রিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াই দুনিয়া ইহাকে অভিনন্দিত করিয়াছে।

পাক-ভারতে প্রায় হাজার বছর বিভিন্ন দেশীয় মুসলমান নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে তাঁহারা ভারতের শত শত হিন্দু নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু একটি প্রাণীকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই বা ইসলাম গ্রহণের জন্য সাদর আহ্বান জানান নাই। শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর শাহজাহান এবং তদীয় বংশধরগণের প্রায় সমস্ত সম্রাটই রাজপুতনার হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীরও যোধপুরাধিপতির কন্যার গর্ভজাত সন্তান। এতদসত্ত্বেও রাজপুতনায় একজন রাজা বা সাধারণ প্রজাকেও তাঁহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন নাই। পক্ষান্তরে আকবর, দারা প্রভৃতি ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় বৈদান্তিক ধর্মেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাটগণ যে সমস্ত হিন্দু রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া রাজান্তপুরে আনয়ন করিতেন তাহাদের মধ্যে একজনও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতা ছিলেন না। বাদশাহগণ রাজান্তপুরেই তাহাদের জন্য দেবালয় স্থাপন করিয়া দিয়া প্রতিমা পূজার সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিতেন। আগ্রার দুর্গের ভিতর রাজমহিষী যোধাবাঈ, যোধবাঈ প্রভৃতির মর্মরখচিত দেবালয় ও প্রতিমার আসন বা বেদিকা সমূহ এখনও বিদ্যমান আছে। মুসলমান সম্রাটগণ রাজ্য বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও বিজিত রাজ্যসমূহে ইসলাম প্রচারের কোনই ব্যবস্থা করেন নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু প্রজাগণকে তাহাদের ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যে অধিক পরিমাণে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহার জায়ের পরিমাণ বহু কোটী টাকা [রিয়াজুসালাতিন]। এতদ্ব্যতীত হিন্দু দেবালয় ও মন্দির স্থাপনের জন্যও বাদশাহগণ বিপুল অর্থ দান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয় যে, বাদশাহগণ পাক-ভারতীয়গণের সম্মুখে ইসলামের চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্যের ডালা প্রদর্শন না করিয়া তাঁহাদের তখ্ত্ রক্ষার জন্যই অধিক তৎপর ছিলেন।

তাইমুর লংএর ভারত অভিযানের প্রাক্কালে 'ভারতবর্ষ মুসলিম রাষ্ট্র' উহা অপর কোন মুসলিম কর্তৃক আক্রমণ যোগ্য নহে'—বলিয়া তাইমুরের জনৈক মন্ত্রী আপত্তি উত্থাপন করিলে উত্তরে তাইমুর বলিয়াছিলেন—"ভারতের তথাকথিত মুসলমান সম্রাটগণ বহু পূর্বেই সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে তাঁহাদের মুসলমানিত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন।" (তাইমুরের আত্মজীবনী—"তাইমুরী")

"ধর্ম রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন, রাষ্ট্ররক্ষা করার জন্য ধর্ম নহে।" এই নীতি ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের তখ্ত রক্ষার জন্যই তাঁহারা ধর্ম লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন। আকবরের "দীনে ইলাহী" এবং দারাশেকোর "বেদান্তবাদ" প্রবর্তনের প্রচেষ্টাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (মজমউল বাহারায়েন দ্রষ্টব্য) পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই শাসক সম্প্রদায় যে ধর্মাবলম্বী, উহার অধিবাসীগণও সাধারণতঃ সেই ধর্মাবলম্বী। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলীয় দেশের শাসক কর্তৃপক্ষ খৃষ্টান, উহাদের অধিবাসীগণও খৃষ্টান। আরব, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পারস্য, মিসর, মালয়, সুদান, মরক্কো, ত্রিপলী, জাঞ্জিবার, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের শাসক সম্প্রদায় মুসলমান; উহাদের অধিকাংশ অধিবাসীও মুসলিম। ঐ সমস্ত দেশের অধবাসী জনসাধারণ এবং শাসক বৃন্দের মধ্যে কৃষ্টি ও ধর্মগত কোনও পার্থক্য না থাকায় শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা এবং দেশাত্মবোধ সেখানে খুব প্রবল এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলাও অক্ষুণ্ণ। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ষের অবস্থাই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশের অধিবাসীগণের প্রায় সকলেই হিন্দু, কিন্তু গ্রীক, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন কৃষ্টির অধিকারী জাতিই কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহার শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। সেই জন্য শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে মতৈক্য কোন দিনই এদেশে ছিল না এবং ভারতবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জমিয়া উঠিতে পারে নাই। চিরকালই উহারা শাসক জাতির প্রতি গুপ্তষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। শাসক সম্প্রদায়ও তাহাদের আনুগত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। এই অবিশ্বাস ও অসহযোগিতার ফলে ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র একটি শক্তিরূপে জগতে আত্ম প্রকাশ করার সুযোগ পায় নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতিগঠন কার্য্যে ভারতে একটি বিরাট অন্তরায়। বর্ণ হিন্দুগণ ভারতের কোটী কোটী মানুষকে 'অস্পৃশ্য' বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখার ফলে এই বিপুল জনসংঘ বর্ণ হিন্দুগণের শাসনাধীনে থাকিয়া এখনও দেশাত্মবোধ অর্জন করার অবকাশ পাইতেছে না। এই অন্তরায়গুলিকে বিসর্জন দিয়া ভারতের ৪০ কোটী লাঞ্ছিত নরনারীকে সমানধিকার দান করিয়া পরস্পর সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সূত্রে গ্রথিত করার মত শক্তি ইসলাম ব্যতীত জগতে আর কোন ধর্মের নাই। এই শান্তির ধর্ম গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে। সহস্র বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাসনকালে যদি এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হইত, তাহা হইলে ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিত—দেশ বিভাগের কোন প্রশ্নই উঠিত না, কলহেরও কোন কারণ থাকিত না।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়ত-কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ *

॥ ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ॥

বা'দ (আরবী) হামদ ও না'ত

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওঃ শামসুল হক সলফী সাহেব, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কমিটীর সদস্য ভ্রাতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী।

আজ নাজিরা বাজার জামে' মসজিদে জেনারেল কমিটীর এই বে-নযীর সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে পেরে সর্ব প্রথম আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরগাহে সেজদায়ে শুকুর আদায় করছি। অতঃপর ইমামুল মুর্সালীন রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সঃ-র উপর অযুত কোটী দরূদ ও সালাম জানাচ্ছি।...

আমি আপনাদের সামনে লিখিত ভাষণ দিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের কাছে আমি যে সব বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি, তাই আপনাদের সামনে সহজ ভাবে তুলে ধরার চেষ্ট করব ইনশাআল্লাহ। জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী তাঁর অত্যন্ত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে লিখিত রিপোর্টে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, জমঈয়তের উন্নতির জন্য আপনারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, আমি আশা করি, আপনারা এখানে যে কয়দিন থাকবেন সে সব বিষয়ে ধীর, স্থির ও শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা করে আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করতে না পারলেও অন্ততঃ সে পথ থেকে যদি কাঁটাগুলোকে সরাতে পারেন তাহলে আমি মনে করব যে, আমাদের এ অনুষ্ঠান সফল এবং সার্থক হয়েছে।

আহলে-হাদীস কারা, কেন তারা আহলে-হাদীস—এ কথার উত্তর আমাদেরকে সর্বপ্রথম বুঝে নিতে হবে। জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ও মগফূর হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী শুধু এই ঢাকা শহরেই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র তাঁর অসংখ্য ভাষণে বক্তৃতায় অতি উত্তমরূপে আমাদিগকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, আহলেহাদীস বলতে কি বুঝায় এবং আমরা কেন আহলে-হাদীস। তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতা ভাষণ কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও যে ক'টি ভাষণ আমরা 'আহলেহাদীস পরিচিতি' গ্রন্থে ধরে রাখতে পেরেছি তাথেকে আমরা আহলেহাদীস কি এবং কেন সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে নিতে পারি।

জমঈয়তের গোড়া পত্তন আজ থেকে ২১ বছর আগে হলেও জমঈয়তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অবহিত নই। সকলের অবগতির জন্য আমি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র থেকে প্রথম দুটি ধারা ও তার ব্যাখ্যা নূতন করে পড়ে শোনানোর প্রয়োজন বোধ করছি।

(১) আহলে হাদীস আন্দোলনের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ!

কোন উপাস্য নাই আল্লাহ ব্যতীত, হযরত মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল।

(২) আহলেহাদীস আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

---

* পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের যে কাউন্সিল সম্মেলন বিগত, ২৪, ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জমঈয়তের সভাপতি ডক্টর মওঃ মুহাম্মদ আবদুস বারী মৌখিক ভাষণ প্রদান করেন। ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নুরুস উলা সাহেবের সৌজন্যে ভাষণটি টেপ রেকর্ডে সংরক্ষিত হয়। ইহা উক্ত রেকর্ডের প্রায় হুবহু অনুলিখন।—জমঈয়ত-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"কলেমায় তৈয়েবা"কে মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ছিকাফতী, তমদ্দুনী, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলা।"

এই মূলমন্ত্র এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বিধাহীন ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে :

"জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রে কলেমায়ে তৈয়েবাকে বাস্তবায়িত করার তাৎপর্য হইতেছে—

(ক) উর্ধ ও নিম্ন জগত সমূহে সার্বভৌম প্রভুত্ব করার এবং উপাস্য ও আরাধ্য হইবার যোগ্যতা এবং প্রতিপালনকারী, সাহায্যকারী ও যাচ্ঞা পূরণকারী হইবার অধিকার শরীরী অশরীরী চেতন অচেতন, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদয় বস্তুর জন্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া একমাত্র আল্লাহকে তাঁহার বিবৃত গুণাবলী অনুসারে স্রষ্টা ও নিয়ামক মান্য করিয়া তাঁহারই উলুহীয়ত (প্রভুত্ব ও প্রতিপালনের অধিকার), মালেকীয়ত (মালিকানা অধিকার) ও হাকেমীয়ত (শাসনাধিকার)কে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা স্বীকৃতি দান করা।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, তমদ্দুনী, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক ও অধ্যাত্ম জীবনের যে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ বিধান আল্লাহ তদীয় সর্বশেষ নবী, রসূলগণের সম্রাট, নিখিল ধরণীর রহমত হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া চলা এবং জীবনের প্রতি স্তরে উক্ত বিধানকে বাস্তবায়িত করার জন্য আগ্রহশীল ও কর্মতৎপর হওয়া।

(খ) আল্লাহ ও তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) যে সকল নির্দেশ কোরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রহিয়াছে কোন অলী, দরবেশ, পীর, মুর্শিদ, মুজতাহিদ, ফকীহ, বিদ্বান, দার্শনিক ও শাসনকর্তার ব্যক্তিগত অথবা দলীয় অনুমতি বা নিষেধের প্রতিক্ষা না করিয়া সেগুলিকে মান্য করিয়া লওয়া ও প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হওয়া এবং কোরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ প্রতিপালন করার পথে দেশাচার, প্রথা, কাহারও ব্যক্তিগত বা দলের কল্পিত বিনিষেধের বাধা কিংবা আপত্তির প্রতি দিক্‌পাত না করা।

(গ) রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে ব্যক্তিগত খামখিয়ালীর বশবর্তী না হইয়া সনদ ও রেওয়ায়ত সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিশারদ (আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেসীন) গণের সাক্ষ্যকে অগ্রগণ্য করা, কিন্তু কোন বিদ্বানেরই সমুদয় অভিমতকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করা।"

এই হলো জমঈয়তের একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি আমাদেরকে মুসলিমরূপে বেঁচে থাকতে হয়, যদি ইসলামকে রূপায়িত করতে হয় আমরা যদি রসূলুল্লাহ সঃ কে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, যদি আমরা সত্যিকার আহলে হাদীস হই, তাহলে আমাদের পক্ষে এই উদ্দেশ্যের পথেই চলা এবং এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের উদ্দেশ্য যা— আহলে হাদীস আন্দোলনের উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।

তা সত্বেও আমাদের কিশোর কিশোরী এবং যুবক যুবতী থেকে শুরু করে আমরা যারা বৃদ্ধ হতে চলেছি, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সন্দীহান থেকে যাচ্ছি। সুতরাং পুনরুক্তি হলেও আপনাদের সামনে আবার আমাকে ইতিহাসের পুরনো পাতা উলটাতে হচ্ছে।

আজ থেকে দশ বছর পূর্বে জঈময়তের মরহুম মগফুর সভাপতি সাহেব যে কর্মী সম্মেলন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্বান করেছিলেন তার দাওয়াত পত্রের সাথে আহলে হাদীস সুধী সমাজের কাছে একটি Questionaire বা প্রশ্নপত্র পাঠান হয়েছিল। উক্ত প্রশ্নপত্রে "আপনি আহলে হাদীস কেন? আপনি আহলে হাদীস বলিতে কি বুঝেন?" উক্ত আন্দোলনের আবশ্যকতা, উহার ভাবী কর্মপন্থা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি সম্পর্কে অভিমত চাওয়া হয়। উক্ত প্রশ্নপত্রের যে সব উত্তর এসেছিল তার উপর মরহুম সভাপতি সাহেব যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে বলেছিলেন:

"এই আত্মবিস্মৃতি এবং দুর্বল মানসিক অবস্থার দরুণেই জামাআতকে ও তাহার কর্মসূচীকে একেকেন্দ্রিগ্ করা সম্ভবপর হইতেছে না, ছোট বড় অনেকেই জামাআতী বন্ধন ও শৃংখলাকে ছিন্ন করিয়া 'সর্বভুতেষু' ও সকল মতবাদের 'শ্রীচরণ কমলেষু' হওয়া সত্বেও জোর গলায় দাবী হাঁকাইয়া যাইতেছেন যে, তাহারাই যথার্থ আহলেহাদীস! আবার এই দলেরই অর্থাৎ যাহারা আহলে হাদীস আদর্শে আস্থাশীল তাহাদেরই কেহ কেহ বিশেষতঃ যুবক দল অন্যান্য সাময়িক ও রাজসিক আন্দোলন সমূহের ন্যায় খৃষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী ও বিভিন্ন সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকরণে আহলে হাদীস আন্দোলনকেও কলরবমুখর ও প্রোপাগাণ্ডাচঞ্চল করিয়া তুলিতে চান। তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, স্থায়ী দ্বীনী তহরীকের স্থান মানুষের মানস রাজ্যে, উহা সর্বদাই অন্তরমুখী! প্রকৃত ধর্মীয় আন্দোলনে দ্বীনের খিদমত ও জনসেবাকে ব্যবসা ও তিজারতে পরিণত করার উপায় নাই। সেবা ও খিদমতের পিছনেই যেখানে আছে দলভুক্তি ও ভোট ভিক্ষার আবেদন. সেখানেই তবলীগকে প্রোপাগাণ্ডা ও ঝটিকায় পরিণত করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে। আজ সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হইয়াছে, আহলে হাদীস আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধ্যান ধারণা সৃষ্টি করা, আহলে জামাআতের প্রকৃত সম্বিৎ ফিরাইয়া আনা এবং গোটা জামাআতকে সংগঠিত, সমন্বিত ও একেকেন্দ্রিগ্ করিয়া গড়িয়া তোলা।"

আজ কেউ কেউ মনে করছেন, দুনয়ার লোক যখন চাঁদে যাওয়ার চিন্তা করছে হয়তো বা খুব শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে সেখানে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে, তখন চৌদ্দ শত বছরের বস্তাপচা ধর্ম কথা ও তত্ত্বকথ শোনানোর চেষ্টা একটা প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয়! এ সময় Back to the Quran and Sunnah এর বুলি একটা পশ্চাদমুখিতার কথা, এটা শুধু পেছন দিকে টানার কথা। আমরা পেছন দিকে ফিরব না, আমরা সামনের দিকেই এগিয়ে চলব!

আমাদের জামা'আতের ভিতরেও এমন অনেকে আছেন যারা ভাবেন, এই জমঈয়তের মাধ্যমে তাঁদের Emotional satisfaction হয় না। তাঁরা ভাবেন, জমঈয়তের কাজে শান্তি আসে না। পীর সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর দোআ নিয়ে কিম্বা তাঁকে বাড়ীতে দাওয়াত করে খাওয়ানোতে যে আনন্দ আছে এর ভিতর তা পাওয়া যায় না। আমাকে দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে এমনও লোক আছেন যারা সমাজের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নেতা সেজেছেন। আমাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক স্বার্থসন্ধানীও রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, যদি আমরা ঈদের মাঠে জুম'আর জামা'আতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের কথা বলি তা'হলে আমাদের ভাগ কমে যাবে। কোন কোন সরদার সাহেব মনে করেন, যদি আমরা জমঈয়তের পয়গামকে বুলন্দ করে তুলি তাহলে আমাদের আয়ের ভাণ্ডারে জমঈয়ত কর্মীরা সদর দরজা ও পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে একটা ভাগ বসাবেন।

আমার যেন মনে হচ্ছে সরদারীর চিন্তায় কিংবা গ্রামের স্কুলের স্বার্থে ইয়াতীম মিসকীনের হকও নষ্ট করা হচ্ছে। এরপর জমঈয়ত যখন নূতন করে আর একটি দাবীদার হয়ে আসে তখন তাদের মনে স্বার্থহানীর আর একটা আশংকা দেখা দেয়। এমনি ভাবে আমরা লক্ষ্য করি, অনেকের মনেই ছোট বড় স্বার্থ চিন্তা থেকেই যাচ্ছে এবং এতে করে জমঈয়তের কাজকে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না।

ফলে আমরা হারাগাছ, নওদা পাড়া, পাবনা, ঢাকা ও নওয়াবগঞ্জের কনফারেন্স সম্মেলনে জমঈয়তকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের যতই প্রতিশ্রুতি দিই না কেন—আমাদের অনেকের মনে ভয়ের এক ভূত চেপেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভূতকে আমরা আমাদের মন থেকে সরাতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন "ভূতের" পিছনে আর দৌড়াতে পারছি না। যারা এই ভাবে নিজেদের কথা চিন্তা করে করেই এবং নিজেদের ভাবনা ভেবেই তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলছেন তারা জমঈয়তকে শক্তিশালী করার অবসর এবং সুযোগ পাবেন কখন?

আজ আমাদের সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে নিজেদের সার্থ বুদ্ধিকে পরিহার করা। যদি আমরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে উঠে বৃহত্তর জামা'আতী কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে অগ্রসর হতে পারি তবেই জমঈয়তের আওয়াজকে আমরা সর্বত্র বুলন্দ করে তুলতে পারব।

আমাদের মধ্যে কোন কোন ভাই সাহেব অত্যন্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত ভাবে—কে ইমামুল মুজাহেদীন হবেন, কে ইমামুল গাযীয়ীন হবেন, কে ইমামুল মু'মেনীন হবেন—এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন তুলে আমাদের যাত্রা পথকে বিঘ্নিত করে তুলছেন। আবার কেউ কেউ খুঁটি নাটি মসলা মাসায়েলে নির্দিষ্ট কোন আলেমের ব্যক্তিগত রায় মেনে নেওয়ার প্রশ্ন তুলে—সে আলেম সদর বাজারী হোন কিম্বা অন্য কোন স্থানের হোন—আমাদের সমাজের ভেতর নিত্য নূতন বিপদ ডেকে আনছেন।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আহলেহাদীস জামা'আত যদি ইমামে আ'যম আবু হানীফা রহঃ র ব্যক্তিগত সমস্ত রায়কে অভ্রান্তরূপে স্বীকার করে না নিয়ে থাকে, তা হলে এ যুগের কোন 'ইমাম', কোন বিশিষ্ট পীর বা বিশিষ্ট নেতার কথা কিম্বা ব্যক্তিগত রায়কে তারা কেমন করে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারে?

আমাদের কারো বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। আমরা সকলেই আহলে-হাদীস। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস আমাদের Common platform. এই platform সকল আহলে-হাদীসের জন্য উন্মুক্ত—অবারিত। কারা কাকে পীর সাহেব মানলেন, কাকে সরদার সাহেব মানলেন আমরা তা দেখতে চাই না। আমি বলতে চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত ফরূয়ী মাসায়েলে ও ছোট ছোট প্রশ্নে মত পার্থক্য ও মতদ্বৈধতা আমাদেরকে ঈমানের সীমা অতিক্রম করিয়ে কুফর ও ইলহাদের অঙ্গনে পৌঁছিয়ে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই মতবিরোধ ও মত পার্থক্য জামা'আতের জন্য অকল্যাণকর না হয়ে সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের জন্য মুক্ত ও সুস্থ চিন্তার পথ সর্বদা খোলা রয়েছে এবং থাকবে এবং ইজতিহাদের দুয়ারকে উন্মুক্ত রাখতে হবে।

আপনাদের সামনে আজ একটা বিশেষ কথা আমি আরজ করতে চাই—সেটি ঐক্যের কথা। আমি শুধু আহলে-হাদীসদেরকেই এক হতে বলছি না—সকল মুসলমানকেই এক হতে বলছি।

লক্ষ্য করে দেখুন, আজ সারা দুনিয়া দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল আল্লাহতে বিশ্বাসী অপর দল আল্লাহতে অবিশ্বাসী। এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই প্রচণ্ড হয়ে উঠছে।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Times ম্যাগাজিনে মলাটের উপরে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে Is God dead—আল্লাহ কি মরে গেছেন? এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ হয় মরে গেছেন, নয় অন্ধ হয়ে গেছেন। ধর্মদ্রোহিতার এই সংকটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজ ইউরোপ আমেরিকায় চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে কিভাবে খৃষ্টান জগতকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, কিভাবে পোপের নেতৃত্বে খৃষ্টানদের বিভিন্ন দলগুলোকে একত্র করা যেতে পারে। শুধু খৃষ্টানদের মধ্যেই এই ঐক্য ও মিলনের চেষ্টা সীমাবদ্ধ নয়, খৃষ্টানদের সঙ্গে ইয়াহুদদের, ইয়াহুদদের সঙ্গে ইসলাম জগতের কেমন করে একটা ঐক্য গড়ে তোলা যায় তারও চেষ্টা চলছে। তাঁরা সচেতন হয়ে উঠছেন এ বিষয়ে যে, একদিকে হচ্ছে আল্লাহতে বিশ্বাসী আর অপর দিকে রয়েছে আল্লাহতে অবিশ্বাসীর দল। দুই দলে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ভীষণতম বিরোধ! এ অবস্থায় বিশ্বাসী দলের পৃথক পৃথক গোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে থাকার অবকাশ কোথায়?

বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে এখন নিজেদের ঘরের দিকে—পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন! আমরা পাকিস্তান কেন চেয়েছিলাম? আমরা এ জন্যই পাকিস্তান চেয়েছিলাম যে, এ দেশে ইসলামী আইন, ইসলামী নেজাম কায়েম করা হবে। এখানে আমরা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদেরকে পরিচালিত করার সুযোগ পাব। কিন্তু এখন অবস্থাটা কি? ইসলামী একাডেমীতে আয়োজিত সেমিনারের মাধ্যমে জোর গলায় এই অভিমত প্রকাশ করা হচ্ছে যে, ইসলামী নেজাম কায়েম করার জন্য পাকিস্তান চাওয়া হয় নাই! যেহেতু গান্ধীজী রামরাজ্য চাইলেন আর আমরা রামরাজ্যে বাস করতে পারি না, তাই আমরা চাইলাম পাকিস্তান। যদি গান্ধীজী সেকুলার রাষ্ট্র চাইতেন তাহলে আমাদের পাকিস্তান চাওয়ার প্রয়োজন হতো না। আমাদের পাকিস্তান চাওয়ার মূলেছিল রাম রাজ্যের বিরোধিতা—একটা Negative দিক মাত্র!

আজ কালচারের নামে কত অনাচার চলছে পাকিস্তানের বুকে!

মসজিদের মীনার থেকে মুয়াযযীনের কণ্ঠে এখন ধ্বনিত হচ্ছে হাই 'আলাস্ সালাহ্' হাই আলাস সালাহ্—নামায পড়তে এস, নামায পড়তে এস, তখন পাশের ঘরে রেডিওতে আওয়াজ হচ্ছে মুশতাক মুহাম্মদ কত 'রান' এর পরিবর্তে কত উইকেট গ্রহণ করছেন! কেওবা ঠিক নামাযের সময় ষ্টেডিয়াম মাঠে গিয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুশতাক মুহাম্মদের ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখে আত্মহারা হচ্ছেন।

আগেকার দিনে নাজিরা বাজার মহল্লার কোন মেয়ের পক্ষে বেপর্দা রাস্তায় বের হওয়ার শক্তি ছিল না, আর হলেও অক্ষত দেহে তার পক্ষে ঘরে ফিরে আসা সম্ভব হ'ত না। আর আজ কাল 'মা শা আল্লাহ' পলটন ময়দানে, গুলিস্তানে, জিন্নাহ এভেনুতে যান দেখতে পাবেন যুবক যুবতি, কিশোর কিশোরী, ছোট বড় সকল মেয়েই তাদের রূপ যৌবন লুব্ধদৃষ্টি পুরুষের সামনে তুলে ধরছে!

এই হচ্ছে আমাদের প্রগতিশীল কালচার! মদের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে চলছে। মদ্যশালার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, হোটেল রেস্তোঁরার ক্লাব প্রভৃতি মদ ছাড়া গুলজার হয়ে উঠে না, নাচের আসর, গানের জলসা এবং অন্যান্য কায় কারবার মদ না হলে জমে উঠে না।

দেশের বুকে আমাদের যে সব অফিস আদালত রয়েছে সেখানে ছোট বড় র ভেদাভেদ কেন? সেখানে বড় বড় অফিসার, মন্ত্রী প্রভৃতির সামনে আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানানোর পথে এত অন্তরায় কেন? তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে হলে বিভিন্ন মারহালার মাধ্যমে অগ্রসর হ'তে হয় কেন?

শুধু কালচারের অপব্যাখ্যা আর সামাজিক ভেদ বৈষম্য সৃষ্টির মধ্যেই আমাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ নয়। আমরা যে পথে অগ্রসর হচ্ছি তাতে ক'রে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দ্বীনকে মিল্লতকে, শরীঅতকে, জুমা জা'মাতকে আমাদের ঈমান আমানকে একেবারে খতম ক'রে দিতে চলেছি।

আমাদের স্কুলগুলোতে একটিমাত্র দীনিয়াতের বই পাঠ্য করে ইসলামীয়াত শিখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই দীনিয়াত বই এ ছোট ছোট সূরা গুলোকেও বাংলা অক্ষরে লিখে দেয়া হয়। তার কারণ, ছাত্ররা ১২।১৪ বৎসর বয়সেও আরবী অক্ষরে সূরা ফাতিহা, সূরা নাস, সূরা ইখলাস, সূরা কাউসার, সূরা ফীল প্রভৃতি ছোট ছোট সূরা পড়তে সক্ষম নয়—যদিও তাদের বিদেশী ভাষা ইংরাজীর একাধিক গোটা বই পড়তে আটকায় না। অথচ রসূলুল্লার (দঃ) নির্দেশ হচ্ছে তোমাদের বালক বালিকাদেরকে ৭ বছর বয়সে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান কর। ১০ বছর বয়সে না পড়লে মারো। এ নির্দেশ মতে ৭ বছরের পূর্বেই আমাদের ছেলেমেয়েদের অন্ততঃ ছোট সূরাগুলো মুখস্ত করার কথা!

আরবী সম্বন্ধে এই অবহেলার জন্য আমাদের স্কুলের মৌলবী সাহেবরাও দায়িত্ব মুক্ত নন। তারা ছাত্রদেরকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে আরবীর বদলে উর্দু পড়ার উপদেশ দিয়েছেন, তারা তাদের কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। আজ তার পরিণাম ফল তাদেরকে ভুগতে হচ্ছে—আর ভুগতে হবে অভিভাবক দিগকেও।

এখন যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাই যদি চলতে থাকে—তবে আমার মরার সময়ে আমার ছেলে শিয়রে বসে ইয়াসীন সূরা তেলাওয়াত করতে সক্ষম হবে না। আমার মরার পর আমার ছেলে আমার জানাযা পড়তে পারবে না। এবং মরার পরে ছেলের পক্ষে পিতামার জন্য এই যে দোওয়া "আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়া লি ওয়ালিদাইয়া... পড়া অবশ্যম্ভাবী—সেই অতি অবশ্যক দোওয়াটিও তার মুখ দিয়ে বের হবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্তমানে দেশে দুটো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এক ব্যবস্থায় তৈয়ার হচ্ছেন মৌলবী সাহেব, অন্য ব্যাবস্থায় মিস্টার সাহেব। মৌলবী সাহেবরা হুনর হেকমত বুঝবেন না, মিস্টারদের থাকবেন ইল্‌ম ও ফযল। থাকবে শুধু কোন রকমে পরীক্ষা পাশের জন্য উপায় উদ্ভাবন প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন।

কথায় কথায় আমি অনেক দূর চলে এসেছি। আমি বলছিলাম—আমাদের এখন সর্বপ্রধান প্রয়োজন হয়েছে নিজেদেরকে চেনার, নিজেদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার।

আগের দিনে আপনাদের সম্মুখ দিয়ে যদি একটা দুর্গার কিম্বা স্বরস্বতীর মূর্তি নিয়ে যাওয়া হ'তো তা হলে আপনাদের দেহের রক্ত টগবগ করে উঠত। কিন্তু আজ আপনাদের মসজিদে আযান শুরু হয়েছে আর পাশের টী ষ্টল বা হোটেল রেস্তোঁরায় অনবরত ফিল্মের গান বাজান হচ্ছে, আযান শুনে না তারা গান বন্ধ করছে, না আপনারা বুঝিয়ে বলছেন, ভাইসব একটু থামাও, একটু বন্ধ রাখ!

সুতরাং একই সঙ্গে আযান এবং গান চলতে থাকে। আল্লার মহান নাম নিনাদিত হওয়ার সময়েও গান বন্ধ করে দেওয়ার মওকা হয়ে উঠে না।

কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়—উদ্দেশ্যের মধ্যে আন্তরিকতা থাকলে এর প্রতিকার ব্যবস্থা অবশ্যই হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হল আদর্শ অনুসারী মনের, সেই ঐতিহ্য বোধের—প্রয়োজন হ'ল জিহাদী মনোভাবের, ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার।

আজ এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে, এ প্রয়োজন যদি আমরা অনুভব না করি—সময়ের ডাকে যদি সাড়া দিতে না পারি—তা হলে শুধু আমাদের জামা'তই ডুববে না, শরীআত ডুববে, ইসলাম ডুববে, পাকিস্তান ডুববে।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে লিঙ্ক রয়েছে সেটা পোশাকের লিঙ্ক নয়। আপনারা লুঙ্গী পরেন সেলাই দিয়ে, পাঞ্জাবীরয়া পরে বিনা সেলাই এ। আপনাদের সেলওয়ারে যে কাপড় লাগে পাঞ্জাবীদের তাতে চলে না। আর একটু এগিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে যেতে থাকুন দেখতে পাবেন সেলওয়ারের কাপড় দুগজ করে বেড়ে চলেছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা পরে কিস্তি টুপি, আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা মাথায় বাঁধে পাগড়ী। কিন্তু এ পাগড়ীও পাঞ্জাবীর বাঁধে এক রকমে, সিন্ধীরা অন্য রকমে, বালুচরা বাঁধে এক ভাবে—পাঠানরা অন্যভাবে। তা হ'লে মিলটা কোন্ জাগায়?

আহারের ব্যাপারটাই ধরুন, তারা রুটি গোশ্‌ত খায়, বড় বড় পিয়াজ খায়, তারা লাস্যি খায়। আমরা মাছ খাই, ভাত খাই, ডাইল খাই, তা হ'লে মিলটা আমাদের কোন্ খানে? পারস্পরিক মহব্বতের উৎস মুখ কোন্ দিকে?

মহব্বতের ফোয়ারা কোন্ উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে তা দেখতে পেয়েছি গত বছরের (১৯৬৫ সালের) সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে। তখন কিন্তু ইসলামের, কুরআনের বুল বালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী ঐক্য মুসলিম জাতীয়তার দবদবা চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন?

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ এরশাদ ফরমান,

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

"চারিদিক থেকে ঢেউ যখন আচ্ছাদনের ন্যায় তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহকে আকুলভাবে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত করে তীর ভূমিতে পৌঁছিয়ে দেন, তখন কতক লোক থাকে বিবেচানাশীল (আর কতক অবিবেচক, অকৃতজ্ঞ ও গাদ্দার), কিন্তু গাদ্দার কৃতঘ্ন লোক ছাড়া আমার নিদর্শনগুলোকে অপর কেও ইনকার করে না।" (সূরা লুকমান : ৩২ আয়াত)।

বস্তুতঃ বিপদ কেটে গেলেই তখন বিপত্রাণ আল্লার কথা মনে থাকে না। তখন আমরা মনে করি বিপদের সময় উট কুরবানী করতে চেয়েছিলাম, বিপদ যখন কেটেই গেছে তখন গরু কুরবানী করলেই চলবে। আর গরু কুরবানী করতে যদি পারা না যায় তো, ছাগল কুরবানী করব, তারপর মনে হয় ছাগল দিয়ে কি দরকার, মুর্গীতেই চলে যাবে, শেষে মনে হয় মুর্গী করেই বা কি হবে, করা যখন হ,ল না—থাক করলাম না।

আমি আবার অনেক দূরে চলে এসেছি। আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের শিক্ষার ধারা কোন্ স্তরে নেমে এসেছে সে সম্পর্কে আমাদের পুরাপুরি সচেতন হতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে, আমাদের ছেলেরা কিভাবে মানুষ হতে চলেছে। প্রকৃত অবস্থার দিকে তাকালে হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের ছেলেরা শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে যেভাবে যে শিক্ষা নিয়ে প্রগতির পানে এগিয়ে চলেছে তাতে তাদের কাছ থেকে আপনারা দ্বীনের, শরীঅতের, ইসলামের খেদমত আশা করতে পারেন কি ?

(বাদ মগরিব)

আমি আপনাদের সামনে আরয করছিলাম যে কোন জাতি কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি তার অতীত সম্পর্কে সচেতন, বর্তমান সম্পর্কে সজাগ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী না হয়। কথা হচ্ছে আমরা বর্ত্তমান নিয়ে কিছু ভাবনা করছি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও হয়ত কিছু ভাবছি, কিন্তু আমাদের অতীত ? অতীতকে ভুললে চলবে না। এ কথা দুনিয়ার ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, যে জাতি তার অতীতকে বিস্মৃত হয়েছে, অতীতকে মুছে ফেলেছে, অতীতের উপর ভিত্তি করে তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অগ্রসর হয় নাই, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারিত করে নাই, সে জাতি অবশ্যম্ভাবীরূপে পতনের সম্মুখীন হয়েছে।

ইংরেজরা আমাদের উপর অবিচার অত্যাচার করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল চাপিয়ে দিয়েছে। তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল না, নাচ-গান সম্পর্কেও তাদের ধর্মে তেমন কোন বাধা নেই বরং তারা বলে এটা তাদের ধর্মের অঙ্গ বিশেষ। তা সত্বেও বিলাতে কোন মেহমান গেলে চাচগান করে তাদের সম্বর্ধনা করা হয় না। অপর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পক্ষে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী, আমাদের নবী (দঃ) গান পছন্দ করতেন না, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার তিনি বিরোধী ছিলেন। অথচ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাচ গানের ব্যাপক তরঙ্গ। নাচগান ছাড়া যেন আমাদের কোন অনুষ্ঠানই জমে উঠে না।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ঔদাসিন্য এবং অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে বৈরাগ্যই এ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে এজন্যই অতীত সম্পর্কে সচেতন এবং অনুরাগী করে তুলতে হবে এবং তা করতে হলেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে। আমাদের ছাত্ররা যে কর্মক্ষেত্রই বেছে নিক, তারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হতে চাক, প্রশাসক হতে চাক, শিক্ষক অথবা ব্যবসায়ী হতে চাক, যে ক্ষেত্রই তারা তাদের জীবন কর্মের জন্য বেছে নিতে চাক, তারা হাই-স্কুলে পড়ুক অথবা গ্রামের মক্তবে পড়ুক, কিম্বা ক্যাডেট স্কুলে যাক—যেখানেই তারা পড়ুক প্রত্যেক ছাত্রের জন্য শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে করে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস, আমাদের কালচার কৃষ্টি এবং আমাদের ধর্ম তাদের জীবনে মূর্ত ও প্রতিফলিত হয়ে উঠবে, যার ফলশ্রুতিতে অতি কচি বয়স থেকেই তাদের অন্তরের ভিতর এঁকে দেয়া যায় ইসলাম বলতে কি বুঝায়, পাকিস্তান বলতে কি বুঝায় এবং জাতির উন্নতি ও অবনতির সম্ভাবনা কোথায়। যে সুসখা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম, সেটিই একমাত্র সার্থক সুসখা এবং এই সুসখা অবলম্বন করলেই আমরা পরম ও চরম মুক্তি পাব, এ দাবী আমি করি না।

একদল বলে থাকেন, আমাদের সব সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার ভিতরে। তারা বলেন, রাজদণ্ড আমাদের হাতে দাও, তা হলেই আমরা সব জঞ্জাল ধুয়ে মুছে সাফ করে দেব। কিন্তু বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'যে যায় লঙ্কা সেই হয় রাবণ' কেমন করে আমরা বিশ্বাস করব? আদর্শের উপর ভিত্তি করে যে পর্যন্ত কোন আন্দোলন গড়ে না উঠবে সে পর্যন্ত এ আশঙ্কা থেকেই যাবে। সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের মধ্যে গদীর জন্য পাড়াপাড়ি, কাড়াকাড়ি থাকবেই—ওজারতী দখলের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত সঙ্কটের সৃষ্টি করবেই। নীতির কথা, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা, চরিত্রের উন্নয়নের কথা আমাদের খেয়াল থাকবে না—থাকতে পারে না।

আমাদের কার্যক্রম নির্ধারণে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। সেটি এই যে, আমাদের দেশে শহরের সংখ্যা কম, গ্রামের সংখ্যা অনেক বেশী। গ্রামেই অধিকাংশ লোক বাস করে, গ্রামে গিয়ে দেখুন মসজিদ আছে কিন্তু মুছল্লী নেই—সেখানে ইমাম ও খতীবগণ শুদ্ধ করে কুরআন মজীদ পড়তে পারেন না। সেখানকার ঈদগাহ খণ্ডবিখণ্ড, জামাত দ্বিধা বিভক্ত। সঠিক মসলা মাসায়েলের জওয়াব দেওয়ার মত উপযুক্ত আলেম নেই। সঠিক পথে সমাজ পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতা নেই। যেমন নেতা তেমনি সাধারণ লোক। কাজেই সব ব্যাপারেই চলছে জগাখিচুরি ও জোড়াতালি। এতে করে আমরা আমাদের বর্তমানকেই শুধু নষ্ট করছি না, ভবিষ্যতও নষ্ট করছি।

কাজেই আমার কথা হচ্ছে—আমাদের কর্মতৎপরতাকে শুধু শহর বন্দর গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে গ্রামের প্রত্যেক অঞ্চলে, গ্রাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের গ্রামবাসী ভাইদেরকে যদি আমরা দ্বীন ও মযহব সম্পর্কে, দেশের কিসে উন্নতি কিসে অবনতি সে সম্পর্কে সজাগ এবং ইণ্টারেস্‌টেড করে তুলেতে পারি তবেই তারা আমাদের নৈকট্যকে মনে প্রাণে পছন্দ করবে, আমাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে এগিয়ে আসবে।

আমি দ্বীন ও মযহাবের সঙ্গে দেশের উন্নতি অবনতির কথা এজন্যই উল্লেখ করছি যে, ইসলামে ধর্ম ও জীবন কর্ম, ধর্মনীতি ও রাজনীতি আলাদা বস্তু নয়। সুখের বিষয় এই সেদিন আমাদের গবর্ণর জনাব আবদুল মুনইম খান আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলনে ভাষণ দিতে দিগে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, ইসলামে ধর্ম থেকে কর্মকে আলাদা চলে না।

আমাদের আলেম সাহেবরা যখন রাজনীতির কথা বলেন, তখন একদল পেশাদার রাজনীতিকরা বলে থাকেন, এঁরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে আসেন কেন? তবে জওয়াবে বলা যায়, আমাদের হুজুর (দঃ) যেমন দ্বীনের ইমাম ছিলেন, মসজিদের খতীব ছিলেন, ধর্মবিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন; তেমনি তিনি একটি রাষ্ট্রের অধিপতিও ছিলেন, সৈন্য বাহিনীর পরিচালকও ছিলেন এবং একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থাদাতাও ছিলেন। সুতরাং যারা তাঁরই উম্মত—তাঁরই প্রতিনিধি, তাদের পক্ষে সে সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। সেই সুন্নতের অনুসরণ করতে গিয়েই তাদের মাঝে মাঝে মুখ খুলতে হয়। আফসোস যে, তাদের যবানের সেই কথাকে অনেক সময়েই রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এর চাইতে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ আর কিছু হ'তে পারে বলে আমি মনে করি না।

আল্লার হাজার শোকর যে, তিনি আমাদেরকে স্বাধীনভাবে আমাদের মতামত ব্যক্ত করার তওফীক প্রদান করেছেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, কোন কোন মহলে আমাদেরকে ভুল বুঝা হয়। যখন দ্বীনের খাতিরে স্বাধীনভাবে আমরা কথা বলি তখন একদল ভাবে আমরা সরকারের সমর্থন যোগাচ্ছি, আবার অন্য দল ভাবে আমরা সরকার বিরোধী। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই—আমরা কারোর সমর্থক অথবা বিরোধী নই, আমরা আল্লার কালাম এবং তাঁর রসূলের ফর্মাবর্দার। আমরা আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে একমাত্র তাঁর রসূলের (দঃ) প্রতিটি কথাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিই। এ ছাড়া দুনিয়ার আর সবারই কথা—সমস্ত বস্তুকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের কষ্টি পাথরে একবারের জায়গায় দশবার দেখে পরখ করে বুঝবার চেষ্টা করি। অতীতে আমরা এ করেছি, বর্তমানেও করছি আর ভবিষ্যতেও করব। হুজুরের (দঃ) রেখে যাওয়া আদর্শের সঙ্গে কোন্ মত কতটা বনে কতটা অনুরূপ হয় তা দেখেই আমরা আমাদের নাসবুল আঈন—আমাদের উদ্দেশ্য ও গতিপথ ঠিক করব।

এ'তে ক'রে কারও যদি ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠে—আমাদের পরওয়া নেই, কারও রক্তচক্ষুকে ভয় করতে আমরা প্রস্তুত নই, কোন রাজনৈতিক দলের ভ্রূকুটিতেও আমরা ভীত নই। যা সত্য, যা সুন্দর এবং যা হক নির্ভয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা তা গ্রহণ করব, বলিষ্ঠ কণ্ঠে তা প্রকাশ করব এবং আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে তার প্রতিষ্ঠাদানে চেষ্টা করে যাব। এতে কে খুশী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হবেন, কে বেজার হবেন তা আমরা দেখব না।

কেও কেও মনে করছেন যারা ইসলামের খেদমতের দাবী করেও রাজনীতি করছেন এবং তা করতে গিয়ে নাস্তিকদের সঙ্গে, আল্লার দুশমনদের সঙ্গে, মুলহেদদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন তাদের মত আমরাও হ'তে পারি কি না।

তাদেরকে আমি এ প্রসঙ্গে আমাদের মরহুম নেতার কথা পড়ে শুনাতে চাচ্ছি। তার মানে এ নয় যে, যদি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে, তবু আজও অন্ধভাবে নির্বিচারে বিনা পরীক্ষায় তাঁর কথা অনুসরণ করে চলতে হবে। আপনারা আপনাদের বর্তমান অবস্থা, সংগঠন এবং ভবিষ্যৎ কর্মশক্তির বিবেচনায় ধীর স্থিরভাবে বুঝে শুনে যদি ভাল মনে করে নূতন নীতি নির্ধারণ ও নূতন কর্মপন্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন, ওয়ার্কিং কমিটী অবশ্যই তা গ্রহণ করবে।

আমাদের নেতা মরহুম হযরতুল আল্লামা বলেছিলেন, "কবরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত রাজনীতির প্রভাব এড়াইয়া চলার উপায় নাই, অধিকন্তু ইসলামী রাজনীতি ঈমান ও আমলে ছালেহেরই অপরিহার্য্য অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্তমানে শুধু পার্লামেন্টারী তৎপরতাকেই রাজনীতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই সংজ্ঞা সূত্রে বর্তমানে যতগুলি রাজনৈতিক পার্টি রহিয়াছে, সকলেই পার্লামেন্টারী মন্ত্রীসভা দখল করার উদ্দেশ্যেই পৃথক পৃথক পার্টি গঠন করিয়াছে। নতুবা জাতীয় কল্যাণের প্রোগ্রাম এবং সত্য ও সঠিক পথ এত সংখ্যাবহুল হইতে পারে না। এক্ষণে জমঈয়তে আহলে-হাদীছকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অর্থ কি? সেও কি মুসলিম লীগ, নিযামে ইসলাম, কৃষকপ্রজা ও জামাতে ইসলামীর মত পৃথম ভাবে জমঈয়তে আহলে হাদীছের পক্ষ হইতে ইউনিয়ন বোর্ড, ডিঃ বোর্ড ও ব্যবস্থা পরিষদের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইবে এবং কোরআন ও হাদীসের নাম লইয়া মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী প্রভৃতির মনোনীত প্রার্থীর সহিত ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে? উহা নীতি ও বাস্তবতার দিক দিয়া অচল। নীতির দিক দিয়া অচল এই জন্য যে, ইহার ফলে অকারণে একটি পার্লামেন্টারী মযহবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র এবং শেষ পর্যন্ত নীতিনৈতিকতার বালাই পরিহার করিয়া দলপরস্তী ও পোপাগাণ্ডার নাপাক নর্দমায় অবতরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ পাকিস্তানে এরূপ নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা বিরল, যে স্থানে শুধু আহলে হাদীস ভোট দাতাগণের ভোটে কাহারও পক্ষে নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে। আর যদি দুই একটি জায়গায় সম্ভবপর হয়ও তাহাতে শ্রেণীবিদ্বেষ, জাতিভেদ ও কলহ বিবাদ বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হইবে না এবং তাহাতে তবলীগের মূল কার্য ব্যাহত হইবে। পক্ষান্তরে যদি জমঈয়তকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিবর্তে অন্য কোন স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টির আজ্ঞাবহ লেজুড়ে পরিণত করিয়া উহার স্বাতন্ত্র্য বিলীন করিয়া দেওয়ার হয়, তাহা হইলে এই কাজে অগ্রসর হওয়া পূর্বেই জমঈয়তের দাফন কাফন শেষ করিয়া ফেলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।"

তিনি যে সমস্ত কারণে আমাদের জন্য পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই, আজও সে সব যুক্তি কার্যকরী আছে কিনা তা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। তার অর্থ এ নয়

www.ahlehadeethbd.org

যে আমাদের চলার পথে যে সব রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে তার প্রতি আমরা চোখ মুখ বন্ধ করে থাকব এবং মুসলিম হিসাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সে সবের মুকাবিলা করব না; তার অর্থ এই যে, আমরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য ইসলামপন্থী দল গুলোর সংগে সহযোগিতায় ইসলামী আব-হাওয়া সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব—ইনশা আল্লাহ।

এবারে আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য কয়েকটি বিষয় পেশ করছি।

আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী এবং পুরা-পুরি কর্মতৎপর করে তুলতে হলে আমাদের জিলা, ইলাকা ও শাখা জমঈয়তগুলোকে শক্তি-শালী করতে হবে এবং সে শক্তি অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন কেন্দ্র ও শাখা উভয়ে মিলিতভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার চেষ্টা করবে। শাখাগুলোকে কর্মঠ হতে হবে। সেগুলো যদি কেন্দ্রের মুখের দিকে সব সময় চেয়ে থাকে তবে আমাদের সংগঠন কিছুতেই শক্তিশালী হ'তে পারবে না। আমি মনে করি আমাদের জামা'তী মক্তব মাদ-রাসা গুলোকে সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করা উচিত। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেন জমঈয়তের কোন মত পার্থক্য বা মতবিরোধ দেখা না দেয়। আমরা মনে করি সহযোগিতা, ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদান ও বুঝাবুঝির মাধ্যমে আমাদের মক্তব এবং মাদ্‌রাসাগুলোকে ইনশা আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখতে পারব। মাদ্‌রাসাগুলো জমঈয়তের এবং জমঈয়ত মাদ্‌রাসাগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করবে। একজন মানুষের বাঁচতে হলে শুধু পেটে খেয়েই বাঁচা যায় না। তার পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তার চিন্তার জন্য খোরাকের প্রয়োজন হয়, মনের খোরাকেরও দরকার হয়। তেমনিভাবে একজন মুসলমানের কর্তব্যকে শুধুমাত্র মসজিদের এবাদতের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা চলে না। তাকে বাইরের দুনিয়ার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। যে সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আতরাফে ইলমের বাতি, কুরআনের জ্যোতি, ঈমানের দ্যুতি উজ্জ্বলিত করে রেখেছে সে সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের সম্মিলিতভাবে কিছু করণীয় আছে কি না তা আপনাদেরকে ভেবে দেখতে আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে আকুল আবে-দন জানাই।

আর একটি জরুরী বিষয় এই যে, আমাদের জামা'তের বিভিন্ন অঞ্চলে খতীব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা উচিত।

মহকুমা কেন্দ্রে না হলেও জিলা কেন্দ্রে অন্ততঃ ২৫।৩০ দিনের জন্য স্থানীয় ওলামাবৃন্দের সহযোগিতায় খতীব ও ইমাম ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমরা আল্লাহ করে খতীব ও ইমাম সাহেবদেরকে যদি কুরআন মজীদের সহীহ কেরাত শিক্ষা দিতে পারি, কিছু হাদীস শিক্ষা দিতে পারি, কিছু তাফসীর শিখাতে পারি, যদি দুনিয়ার কিছু জ্ঞান দিতে পারি, যদি মসলা মাসায়েলের উত্তর দানের কিছু যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারি তবে আমরা একটি সত্যিকার ভাল এবং গঠনমূলক কাজ করার পথে অগ্রসর হব। আর যদি তা না করতে পারি তবে আমাদের মসজিদগুলো

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়ত বীরান হয়ে যাবে। মসজিদ ঘর থাকবে কিন্তু তাতে নামাযী থাকবেনা, ইলমের চর্চা হবে না। এই চর্চা না থাকলে, কর্মী না থাকলে অবস্থা যে কী হয়ে দাঁড়ায় তার নজীর এই নাজিরা বাজার মসজিদ। এমন এক সময় ছিল যখন এখানে জোরে আমীন বলার লোক ছিল না। ইমামতী করার জন্য জামা'তী কোন আলেম জুটতো না। অন্য জামা'তের ভাই সাহেবরা এখানকার ইমামতীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। কিন্তু আজ? আজ এখানে শুধু জামা'তের কর্মীরাই কর্মতৎপর নন, আজ এখানে মাদ্‌রাসাতুল হাদীসের কল্যাণে قال الله و قال الرسول এর যে ধ্বনি নিনাদিত হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে যে খেদমত আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে তাতে করে জামা'তের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে কি না তা আপনারা নিজ চক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন।

পূর্ব এখানে এবং বংশালে আহলে-হাদীস জামাত ছিল, আলেমও ছিলেন; কিন্তু তখন তো আপনারা এখানে এমন পাগলপারা হয়ে ছুটে আসতেন না। আপনারা একবার নয়, দুবার নয়—বহুবার এখানে পরম উৎসাহে ছুটে এসেছেন, এসে জীবন চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়েছেন। সে কি আমাদের সংগঠন—আমাদের জমঈয়তের কল্যাণেই নয়?

অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী জনাব হাজী আতীকুল্লাহ মুতাওয়াল্লী (আল্লাহ তাঁর হায়াত দরাজ করুন, রব্বুল আলামীন তাঁর জামা'তী খেদমতের স্পৃহা ও ক্ষমতা বর্ধিত করুন!), হাজী নূর হুসেন এবং অন্যান্য ভাই সাহেবরা (আল্লাহ তাঁদের সকলকে আরও খেদমতের তওফীক প্রদান করুন!)—সবাই বলছেন আমরা প্রত্যেক বছরেই এমনি মহফিল করব। তাঁদের সে ইচ্ছা সফল এবং সার্থক হবে তখনই যখন আপনারা প্রত্যেক অঞ্চলে সত্যিকার অর্থে আপনাদের সংগঠনকে শক্তিশালী, সজীব ও কর্মচঞ্চল করে তুলবেন।

পরিশেষে আমার একটা প্রস্তাব—প্রস্তাব নয় একটা খেয়াল তুলে ধরছি। ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস অন্য জায়গা (পাবনা) থেকে এখানে উঠে এসেছে কিন্তু এসে এখন পর্যন্ত মুহাজির হয়েই আছে। ঢাকার ভাই সাহেবরা জমঈয়তকে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত আপন করে নিয়েছেন, ছোট ভাই এর মত একে লালন পালন করছেন। তা সত্বেও একথা সত্য যে, জমঈয়ত এখন পর্যন্ত অপরের বাড়ীতে প্রবাসী, তার নিজের কোন বাড়ী নেই—ঘর নেই; সে মুহাজির, তাকে মুকীম হতে হবে কিনা, তার নিজস্ব একটা বাড়ী থাকবে কিনা সে কথাটি আপনারা গভীর ভাবে ভেবে দেখবেন।

আমার ছোট ছোট ভাইরা যারা মেহমানদের অভ্যর্থনা করার জন্য ষ্টেশনে দৌড়াদৌড়ি করেছেন, তাদের বোঝা বয়ে এনেছেন, যারা খাওয়ার জায়গায় পাগলের মত হয়ে খেদমত করে চলেছেন তাদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, শোকরিয়া জানাচ্ছি এবং এই দোওয়া করছি: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাদের নিয়তকে সালেহ করেন! এদেরকে হে রব্বুল ইয্যত! তোমার পথে চলবার তওফীক তুমি প্রদান কর!

[এর পর তিনি একটি শোক প্রস্তাব পেশ করেন যা পরবর্তী দিবস কাউন্সিল অধিবেশনে এক নম্বর প্রস্তাবরূপে গৃহীত হয়। তাঁর আহ্বানে মওলানা আবুল কাসেম রহমানী সাহেব মুনাজাত করেন। মুনাজাতের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শায়খুল ইসলাম—ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

॥ মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী ॥

الحمد لله الذى خلق الانسان وجعلها شعوبا وقبائل , ارسل اليهم الرسل بالبراهين والدلائل لاهداء صراط الحق واحسن المنازل وبشر امة محمد بخير امة بالكرامة والفضائل واعطانا مالم يعطى امم الاوائل ووفقنا ان ندعى باسم اهل الحديث وهو ارفع العلم واعلى المنازل ونسئله ان يسلكنا مسلك صفوة خلقه خاتم الرسل الى يوم انقطاع الاسباب والعوامل وهو رسولنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الذين قضوا انحبهم لرفع لواء سنته فى المصائب والنوازل •

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا •

"আল্লাহ তাআলার যাবতীয় প্রশংসা, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বহু গোত্রে ও সমাজে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন আর তাহাদিগকে সত্য পথ এবং সর্বোত্তম মনযিল প্রদর্শন করার জন্য অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি সমূহসহ রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ও উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে গৌরব ও সম্মানের সহিত উৎকৃষ্ট উম্মত হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছেন এবং তাহাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন উহা পূর্ববর্তী উম্মত-গণকে প্রদান করেন নাই। আর আমাদিগকে আহলে-হাদীস নামে অভিহিত হওয়ার তওফীক দিয়াছেন যাহা অতি সম্মান জনক উপাধি এবং গৌরবময় পদমর্য্যাদা। আমরা তাঁহার নিকট তাঁহার সৃষ্টির সেরা, রসূলগণের শীর্ষমোহর আখেরী রসূলের পথে, সকল উপকরণ ও কর্ম-তৎপরতা ছিন্ন হওয়ার দিন পর্য্যন্ত চলিবার তওফীক প্রার্থনা করি, তিনিই আমাদের রসূল ও আমাদের চক্ষু সমূহের শীতলতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁহার এবং তাঁহার আওলাদ ও সহচর বৃন্দের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হউক—যাঁহারা তাঁহার সুন্নতের পতাকাকে সমুন্নত করার জন্য বহু বিপদ আপদের মধ্যে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

আউযু বিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রজীম
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

'মু'মিনগণের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা আল্লার সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের জীবন দান করিয়া গিয়াছে এবং কিছু সংখ্যক (জীবন দানের) প্রতীক্ষা করিতেছে আর তাহারা (তাহাদের নীতির) কোন প্রকার পরিবর্তন করে নাই।" (আল কুরআন)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়াহ রহঃ

যখন পৃথিবী বিসশৃংখলা ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, যখন অসত্য ও অমূলক কার্য্যকলাপের ঘন ঘটা সত্য ও ন্যায়ের আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, যখন আসল দ্বীন ও শরীয়তকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনা প্রসূত 'রাসম ও রিওয়াজকে' সত্যের মসনদে গদী নশীন করা হয়, যখন অবিমিশ্র তওহীদের উপর বিদআতের আবর্জন চাপিয়া বসে, যখন দুনিয়ায় অত্যাচার অনাচার এবং অবি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চারের রাজত্ব কায়িম হয়, যখন দুনিয়া লোভী নিকৃষ্ট আলেমগণ অনাচার ও ব্যাভিচারের নায়কগণের সমর্থক ও সহচর হইয়া যায়, যখন দুনিয়া হইতে হক পরস্তী ও সত্য প্রিয়তা বিদায় গ্রহণ করে আর মানব প্রাণের প্রকোষ্ঠগুলি হিংসা ও বিদ্বেষে ভরিয়া যায়, যখন দলাদলি, বিচ্ছেদ, ফির্কাবন্দী ও ফির্কা-পরস্তীর কারণে জাতীয় ঐক্য গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নানা প্রকার অরাজক ও পাপ কর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যখন পৃথিবী স্বীয় বিশালতা সত্ত্বেও তওহীদ বাদীদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া উঠে, ঠিক এইরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর রহমতের বান ডাকে এবং আল্লাহর চিরাচরিত বিধান ও হযরত রসূলে মাসুম আঃ এর হাদীস মুতাবিক মযলুম মানবের হক আদায়, ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিদআত ও অনাচারের মূলোচ্ছেদ করার জন্য একজন দৃঢ়চেতা, অটল বিশ্বাসী, ন্যায়নিষ্ঠ ও পর-হিযগারীর প্রতীক, সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ, বাতিলের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ কারী, ফিরিশতা স্বভাব মানবের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথমভাগে এই উম্মতের জন্য এমন একজন (মুজাদ্দিদ) সংস্কারক প্রেরণ করিবেন যিনি দ্বীনকে পুনর্গঠিত করিয়া দিবেন।" ইমাম তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শায়খ শিহাবুদ্দীন আবুল মুহাসিন আবদুল হালীম ইবন শায়খ আল্লামা আবদুস সালাম ইবন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আবুল কাসিম আলখিযির ইবন মুহাম্মদ ইবন আলখিযির ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাইমিয়াহ রহঃ সেই মুজাদ্দিদে দ্বীন ছিলেন।

সে যুগে মুসলিম জগতের যেরূপ রাজনৈতিক এবং দ্বীনী অবস্থা হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ, অতি-শয় বেদনাদায়ক এবং শিক্ষনীয়, মুসলমানদের খাঁটী তওহীদী দ্বীনের সহিত নানাপ্রকার বিদআতের সংমিশ্রণ হইয়াছিল, মিল্লতে মুহাম্মদীয়ার সুদৃঢ় ঐক্য প্রাচীরে শত শত ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ একটি মাত্র জামআত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তওহীদ ও সুন্নতের নিখুঁত উজ্জ্বল চেহারার উপর নানাবিধ বিদআতের সিয়াহ দাগ অঙ্কিত হইয়াছিল, দুনিয়াপ্রার্থী বদ আলিমদের বাজার খুব সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল, আম ও খাস সর্বশ্রেণীর মুসলমান বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদে এমনভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পূর্ণভাবে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, আর তাহারা মঙ্গোলিয়ান দস্যুদের আক্রমণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল ওলামায়ে হক্কানী তাঁহাদের প্রতি আরোপিত কাফেরী ফতুয়ায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি-লেন এইরূপ দুঃসময় এবং প্রতিকূল অবস্থায় ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহঃ স্বীয় উন্নত চরিত্র, নিষ্কলুষ স্বভাব, প্রশস্ত হৃদয়, অটল মনোবল, গভীর পাণ্ডিত্য, অকৃত্রিম ন্যায় নিষ্ঠা, সত্য প্রচারের অকুণ্ঠ আকাঙ্খা ও সমাজ সেবার অদম্য বাসনা সহকারে নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া মুসলিম জাহানের ধূলিধূসরিত ভাগ্যাকাশে আল্লাহর রহমত স্বরূপ পূর্ণিমার চন্দ্র আকারে উদিত হইয়াছিলেন। সে সময় যদি (খুদা না খাস্ত) তাহার মত লোকের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে মুসলিম জগতের ভাগ্যে কিরূপ দুর্যোগ নামিয়া আসিত তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহঃ একই সময় বিভিন্ন শয়তানী শক্তির সহিত সারা জীবন সংগ্রামরত থাকিয়া বহু বাধা ও নানাপ্রকার বালা মুসীবতের মধ্যে অবস্থান করিয়া শেষ পর্যন্ত কয়েদখানার আবদ্ধ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁহার মুকাবিলায় একদিকে এমন এক আভ্যন্তরীণ শয়তানী শক্তি রুখিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল যে শক্তি মুসলিম দেহ মনকে ঘুণের মত চাটিয়া একেবারেই অন্তঃসারশূন্য ও অসহায় করিয়া ফেলিয়াছিল। হযরত ইমাম সর্বপ্রথম এই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এটা দুনিয়াদার আলেমদের একটা

www.ahlehadeethbd.org

শাস্ত্রজ্ঞানী দল বিশ্বাসের ইসলামী পোশাকে বিদআতী নতুন রীতির প্রচার করিতেছিল কারণ সুফী, পীর পরস্তী, কারামতের নামে অবাধ বিলাস ও কুসংস্কার প্রসার, ওরস উৎসব উদযাপন, সকল জীবের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, কুফরী আকীদা, শরীয়ত বিরুদ্ধ লোকের বিলায়াত স্বীকার করা, কবরস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা, তাবীয সুতা পড়ার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন এবং নাজাতের জন্য পীর মুর্শিদের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা—এইগুলিই উক্ত দলের ধর্ম ও মযহাব ছিল। আবার শিয়াদের দলও বর্তমান যাহারা সাহাবাদের প্রতি শত্রুতা পোষণের জন্য জগৎ বিখ্যাত ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি দল ছিল যাহারা বিভিন্ন আদর্শ এবং মতবাদের অনুসরণ করিয়া চলিত. এইসব অভ্যন্তরীণ শত্রু ছাড়া বাহির হইতে আগত অতি শক্তিশালী, হিংস্র রক্তপিপাসু ও যুদ্ধবাজ তাতারীও ছিল—যাহারা মুসলমানদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইরাক, ইরাণ এবং অন্যান্য মুসলিম কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ করিয়া সব কিছু তছনছ করিয়া ফেলিতেছিল। তাহাদের গণহত্যা লীলায় মুসলমানদের তাহযীব ও তমদ্দুনের পীঠস্থান এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র বাগদাদ নগরীর রাজপথ অলিগলি সমূহে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বহিয়াছিল এবং দজলা নদের স্বচ্ছ শুভ্র পানি লোহিত বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহঃ একই সাথে স্বীয় বিদ্যুৎ নিক্ষেপকারী তরবারী, মুক্ত ধারা কলম এবং অগ্নিবর্ষী রসনা এই তিনটি অস্ত্র লইয়া এইসব বাতিল বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সকলকে পরাভূত করেন—মুসলমানদের প্রাণে শক্তি আনয়ন তাহাদের আত্মার বৃদ্ধি এবং তাহাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনের মানসিকতা সৃষ্টি করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এখানে ইমাম ইবন তাইমিয়ার শৈশব কালের বিস্তারিত বিবরণ দানের প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে ইহাই জানা যায় যে, তিনি ৬৬১ হিজরীর ১০ই কিংবা ১২ই রবীউল আওয়াল সোমবারে হার্রাণ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন (হার্রাণ ইরাকের মুসল এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত একটা পুরাতন শহর) এবং সাত বৎসর বয়সে স্বীয় পিতার সহিত দামেস্কে আগমন করেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ উচ্চস্তরের আলিম ছিলেন। ইমাম যহবী, শায়খ জামালুদ্দীন এবং ইবন মালিক তাঁহাদের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা শরফুদ্দীন ও আবদুল্লাহ এবং অন্য ভাইদের মধ্যে যায়নুদ্দীন ও আবদুর রহমান তকওয়া, পরহিযগারী ও ইল্‌ম ফয্‌লে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের কেবল পুরুষগণই নহে বরং রমণীগণও জ্ঞান গরিমা ও দীনদারীতে মশহুর হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তাইমিয়াহ খাতুন (যাঁহার নামেই এই খান্দান পরিচিত) এবং ইমামের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফল কথা এই যে, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ এক দ্বীনী এবং ইল্‌মী খান্দানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও দ্বীনী পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং বাল্যকালেই তাঁহার উপর দ্বীনী প্রভাব বলবত হইয়াছিল।

শিক্ষা :

তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ীতেই হয়। সর্ব প্রথম কুরআন মজীদ হিফ্‌য করেন, পরে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইলম এবং হাদীস তফসীরের জ্ঞান বহু শিক্ষকের নিকট হইতে হাসিল করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের সংখ্যা প্রায় দুই শতের কাছাকাছি হইবে। যাহাদের মধ্যে ১৬ / ১৭ জন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইল না।

অসাধারণ স্মরণশক্তি :

বাল্য কালেই তাঁহার চেহারায় মেধা ও স্মরণ শক্তির উজ্জ্বল দিপ্তারা উদিত হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে শায়খ সা'আদী রহঃ বলিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

"তাঁহার মাথায় উদয় হলো জ্ঞান গরীমার উজ্জল তারা" তিনি পূর্ণ সাবালকত্বের সীমায় পদার্পন করার পূর্বেই দুনিয়া তাঁহার উপর প্রশংসা ও স্তুতির ফুল বর্ষন আরম্ভ করিয়াছিল।

ইমাম যহবী রহঃ বলেন, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ বালিগ হওয়ার পূর্বেই কুরআন, ফিকহ, তর্ক শাস্ত্র এবং যুক্তি প্রমাণ পেশ করার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া উচ্চ শ্রেণীর আলিমগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন (আল কাওয়াকিব, জালাউলআয়েন এবং বিদায়া)।

শায়খ আল্লামা আবদুল হাদী ইবন কুদামাহ রহঃ বলেন, ঐ সমস্ত হাসিল করিয়াছিলেন সেই সময় যখন তাঁহার বয়স মাত্র সতের বৎসর হইয়াছিল। (আলকাওয়াকিব)

ইমাম যহবী অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ মুতাকাল্লেমীন—দার্শনিকগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, ফিলোসফীদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য এবং সাহিত্যিক ও ব্যাকরণ বিশারদগণের মধ্যে তুলনাহীন ছিলেন। শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবন ফযলুল্লাহ আমরী শাফেয়ী স্বীয় কিতাব 'মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসারে' বলেন, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ তফসীর, কুরআনী ইলম, ফিক্‌হ ও হাদীসের অসুল, ব্যাকরণ, অভিধান, দর্শন, জ্যোতিষী, অঙ্ক, আলজ্যাবরা, জ্যামিতি, আহলে কিতাবগণের বিশ্বাস, হাদীসের সূত্রাদি বিষয়ে পারদর্শী ও সুবিজ্ঞ ছিলেন।

আল্লামা দকীকুলঈদ বলেন, ইমাম ইবন তাই-মিয়ার সম্মুখে দুনিয়ার সমস্ত বিদ্যা হুড়ান ছিল। তিনি উহার মধ্যে যেটা ইচ্ছা করিতেন গ্রহণ করিতেন এবং যেটা পছন্দ করিতেন না উহাকে রাখিয়া দিতেন। (আলকাউলুল জলী) আল্লামা ইবন হিব্বান (যিনি পরবর্তীকালে ইমামের বিরোধী হইয়া গিয়াছিলেন) বলেন, ইবন তাইমিয়াহ এমন একটা সমুদ্র ছিলেন যাহার তরঙ্গ মুক্তা ছড়াইত। ইমাম ইবন তাইমিয়ার প্রবল বিরোধী (এবং যাঁহার সহিত তাঁহার কয়েকবার তর্কও হইয়াছিল) কামালুদ্দীন যিমলাকানীও বলিয়াছেন, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ আল্লাহর হুজ্জত বা দলীল এবং তিনি আমাদের মধ্যে এই যুগের একটা আশ্চর্য্য। শায়খুল ইসলাম আয়নী হানাফী বলেন, "ইমাম ইবন তাইমিয়াহ সম্মান ও গুণ গরীমায় অভিজ্ঞ আলিম ও ফাযিলগণের আকরবাহী হাওয়া এবং সঙ্গী সাথীদের মধ্যে দলীল প্রমাণাদির সমষ্টি। ইমাম মুহাম্মদ আলী শওকানী বলেন, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রিজাল ও ইলাল (রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত এবং হাদীসের সুক্ষ্ম কার্যকরণ নির্দ্ধারণ) বিষয়ে পারদর্শী, ফিকাহ শাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞ, সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী সঙ্গীগণের অগ্রগামী। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, শিক্ষাদান করিয়াছেন এবং ফতুয়া দিয়াছেন। এইভাবে আরও বহু জগত বিখ্যাত আলিমগণ তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন।

ছাত্র :

ইমাম সাহেবের ছাত্র সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। তাঁহাদের কয়েক জন জগত বরেণ্য ছাত্রের নাম উল্লেখিত হইল :

১। আল্লামা শামসুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন বকর ইবন আইউব ইবন সাআদ যরয়ী দামেশকী—যিনি ইবনুল কাইয়েম নামে প্রসিদ্ধ। ইনি উস্তাদের পক্ষাবলম্বন করার অপরাধে কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছিলেন এবং শেষ বারে উস্তাদের সহিত দামেশকের কারাগারে ছিলেন। ইনি একজন জগত বিখ্যাত আলেম ও লিখক। তাঁহার রচিত বহু অমূল্য গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে আঠার উনিশটি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

২। হাফিয শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাঃ ইবন আহমদ যহবী, বহু পুস্তক প্রণেতা।

৩। হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবন ওমর ইবন কসীর বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুফাস্‌সির।

৪। কাযীউল কুযাত শরফুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন হুসায়ন। ইহাকে ইমাম যহবী এবং ইমাম ইবন হাজর আসকালানী উচ্চ দরের আলিম

www.ahlehadeethbd.org

গণের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ইহার দুইটা পঙ্‌ক্তি-পংক্তি মশহুর হইয়া আছে। উহা এই :

نبی احمد وکذا اسامی
وشیخی احمد کالبحر الطام
واسمی احمد ولذالک ارجو
شفاعۃ اشرف الرسل الکرام

"আমার নবী আহমদ সঃ, আমার ইমাম আহমদ (ইবন হাম্বল) ও আমার উস্তাদ আহমদ (ইবন তাইমিয়াহ) যিনি তরঙ্গায়িত সমুদ্র এবং আমার নামও আহমদ, তজ্জন্য আমি নবীকুল শ্রেষ্ঠ (আহমদের সঃ) রসূলের শাফাআত লাভের আশা রাখি।" এই প্রকার আরও বহু শাগরিদ ছিলেন যাঁহারা ইসলাম জগতের অন্ধকার আকাশে চন্দ্র সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া সকলকে রৌশনী প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

একটি প্রশ্ন এবং উহার উত্তর

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহঃ এর এত অগাধ পাণ্ডিত্য, আল্লাহর পথে জিহাদ ও কুরবানী, দীনদারী, সাধুতা, আলিম ফাযিলগণের একটা বিরাট দলের তাহাতে স্বীকৃতি ও তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া সত্ত্বেও কেন যে একটা দল তাঁহার উপর চড়িয়া গিয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হইল ও নানা প্রকার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রতি কাফেরী ফতুয়া দিয়া কারাগারে প্রেরণ করিল এবং এই কারা প্রাচীরের মধ্যেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন; ইহার কারণ কি? এবং হিংসা বিদ্বেষের রহস্যই বা কি?

ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নের ঘটনাকে বিশেষ প্রনিধান সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রকৃত পক্ষে ইমাম সাহেবের সহিত শত্রুতা, বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা শুরু হয় সন ৬৯৮ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস হইতে সে সময় ইমাম সাহেব হিমাত নগরী হইতে আগত একটি ফতুয়ার জবাব লিখেন আর উহাতে মুতাকাল্লেমীন দলের তীব্র সমালোচনা করেন। এই সমালোচনায় উহাদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইলমে কালাম বা নয়া দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাস্তিকদের সহিত তর্ক করিবার জন্য, কিন্তু পরবর্তী কালে উহার মধ্যে এমন সব উপকরণের সমাবেশ করা হয় যাহা মুসলমানদের সর্ব সম্মত মত ও সীদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন মোজেযার অস্বীকৃতি এবং উহার নিকৃষ্ট অপব্যাখ্যা ও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত ও গ্রীক দর্শনের আমদানী এবং উহা হইতে সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি নানা প্রকার ইসলাম বিরোধী পন্থা গ্রহণ করা হয়।

ইমাম সাহেব উপরোক্ত ফতুয়ায় লিখিয়াছিলেন, "মুতাকাল্লেমীনের ধারণা যে, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ সাদাসিধে ইমান ও বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গভীর চিন্তা এবং গবেষণা করার ক্ষমতা কম ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কুরআনী আয়াত ও আহকাম তলাইয়া বুঝিবার যোগ্যতা ছিল না। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে উহারা ইহাও দাবী করিয়া থাকে যে, বর্তমান মুতাকাল্লিমগণ ঐসব পুরাতন বুযর্গগণ অপেক্ষা জ্ঞানে বুদ্ধিমত্তায় অনেক অগ্রসর। এই দাবী এমন এক দাবী যাহাকে চরম মূর্খতার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। আফসোস! এই জ্ঞানান্ধগণ যদি জানিত যে, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ অনুমান ও ধারণার অন্ধকার হইতে বহির্গত হইয়া ঈমান ও আস্থার রওশন জগতে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের রাস্তায় সন্দেহের কণ্টক ও অনুমান আন্দাজের জংগল ছিল না এবং তাঁহাদের সম্মুখে মস্তেক ও ফালসাফার গোলক ধাঁধাও ছিল না। কিন্তু মুতাকাল্লিম দল অনুমান সন্দেহের অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া চলিয়াছে, সঠিক পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সত্য ও ন্যায় তাহাদের দৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে ইত্যাদি।"

এই ফতুয়া দেওয়ার পর হৈ চৈ এবং শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পায়। সে সময় মুহাম্মদ ইবন কালাদূন ইবন আবদুল্লাহ সালেহী ওরফে মালেকুন নাসের মিসরের সম্রাট ছিলেন এবং হিজায ও সিরিয়া তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশ ছিল। দেশে সরকারী কর্মচারী ও শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে অধিকাংশ মুতাকাল্লেমীন দলভুক্ত হওয়ায় এবং তাহাদের সঙ্গে আহমদীয়া ও রিফায়ীয়া নামধারী ভণ্ড বিদআতী সুফীদের দল আসিয়া যোগ দেওয়ায় তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া বাদশাহকে প্ররোচনা দিতে থাকে। ইমাম সাহেবের অজ্ঞাত সারে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

নামে জাল ফতুয়া প্রচার এবং তাহার লিখিত প্রবন্ধকে উলট পালট করিয়া প্রকাশ করে। সম্রাট কয়েক বার মিসরে ও দামেশকে অনুসন্ধান করান, ইমামের সঙ্গে তর্কবিতর্কের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক বার বিরুদ্ধবাদীগণ পরাভূত ও লাঞ্ছিত হয়, তবুও বদ আলিম এবং দরবেশরূপ দজ্জালের দল নানা প্রকার ফেরেববাযী ও চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বহু দিন কারারুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার ফতুয়া লেখা বন্ধ করিয়া দেয়, এই ভাবে কখনও কারাগারে কখনও মুক্ত অবস্থায় সারাজীবন একটা অশান্তিময় পরিবেশে ইমাম মৌসুফের জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে। শত্রুরা ইমাম সাহেবের নানা প্রকার ফতুয়া দেওয়ার মিথ্যা তহমত চালাইয়া দিয়া ছিল, আবার তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি ফতুয়া দেওয়ার কথাও ছিল সেগুলি সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই যুগের্গণের মধ্যে মত বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল এবং সেগুলি নিছক ইসলামের ছোট খাটো আনুসঙ্গিক মসলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় তহমত ছিল যে, তিনি নাকি তাজসীম অর্থাৎ আল্লাহর জড় পদার্থ হওয়ার সমর্থক ছিলেন। এ সম্বন্ধে ইমাম সাহেব স্বীয় পুস্তিকা আল আকীদাতুল ওয়াসেতিয়ার লিখিতেছেন "আল্লাহ যে ভাবে স্বয়ং নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং যে ভাবে তাঁহার রসুল আল্লাহর পরিচয় দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবেই কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্জন না করিয়া, কোনরূপ অবস্থার বর্ণনা ও উদাহরণ না দিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা কিছু কুরআন ও সুন্নতে রসুল আল্লাহ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছে উহার প্রতি বিনা দ্বিধায় ঈমান আনিতে হইবে—উহাতে কোন প্রকার রদবদল, কিছু ছাড়িয়া উপমা এবং অবস্থা বর্ণনা করা উচিত হইবে না। অন্যান্য ছোট খাটো শাখা প্রশাখা বিষয়ক মাসায়েলে বহু ইমামগণের মত তিনিও নিজের একটা রায় রাখিতেন যাহার বিশেষ গুরুত্ব নাই। ইমাম সাহেবের প্রতি আর একটি গুরুতর অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি নাকি খুলাফা এ রাশেদীনের অপমান করিয়াছেন। ইহা নিছক তহমত ও অপবাদ, কারণ তিনি খুলাফা এ রাশেদীনের প্রশংসাও স্তুতি করিয়া গিয়াছেন।

ইমাম সাহেবের মত এত বড় একজন খাদিমের উপর অত্যাচার তাঁহাকে নানা প্রকার পীড়ন করা কোন নতুন ঘটনা নয়, ইহা এমন একটা ঘটনা যাহা ইসলামের প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। এই অত্যাচার অবিচার হইতে ইসলামের প্রকৃত খাদিমদের মধ্যে কেহই রিহাই পান নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ সঃ এবং তাঁহার সাহাবা রাঃ কেও এই মুসীবত সহ্য করিতে হইয়াছে। ইমাম মালিক বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়াছেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাঃ কে শত শত দুররাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করা হইয়াছে, ইমাম আযম রহঃ র কারাগারের মধ্যে জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী রহঃ কে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে। আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী রাঃ কে তথাকথিত মুসলমানের হস্তেই শাহাদত বরণ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার প্রিয় পুত্র ও রসুলুল্লাহ সঃ র নয়ন মনি ইমাম হোসায়ন রাঃ মুসলমানদেরই দ্বারা শাহাদতের পিয়ালা পান করিয়াছেন। মুজাদ্দিদে আলফসানী শায়খ আহমদ সারহন্দী রহঃ কে এক মুসলিম সম্রাট দ্বারা বহু দিন জেলখানার কুঠরিতে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহঃ কে দুনিয়া প্রার্থী মৌলবীগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। পাক সীমান্ত প্রদেশে বালা কোটের শাহাদত গাহে হযরত সৈয়দ আহমদ বরেলবী এবং হযরত শায়খ ইসমাইল রহঃ এর মর্মান্তিক শাহাদতের সংবাদে দিল্লীর জুমআ মসজিদে এক শ্রেণীর ফতুয়া বাজ মৌলবীগণকে আনন্দোৎসব এবং মিষ্টি বিতরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহা একটা পুরাতন সুন্নত এবং প্রাচীন গৌরব যাহা যুগে যুগে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

কোন জাতির শিক্ষা দীক্ষায়, আচার-আচরণে এবং তহযীব ও তমদ্দুনে তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রূপ ফুটিয়া না উঠিলে তাহার কোনই মূল্য থাকে না, বিশ্বের দরবারে তাহার পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না এবং তাহার নিজের অন্তরেও আত্ম প্রত্যয় জন্মে না। তজ্জন্য দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে বহাল রাখার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে আর জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে যত্নবান হয়; একজন হিন্দু খৃষ্টান কিংবা বৌদ্ধ-সন্তান নানা প্রকার বিদ্যা অর্জন করার পরও আচারে ব্যাবহারেও বিশ্বাসে হিন্দু খৃষ্টান এবং বৌদ্ধই থাকিয়া যায়, কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, অতি গৌরবময় ঐতিহ্যের এবং নির্দিষ্ট কৃষ্টির অধিকারী মুসলিম সন্তানগণ উপযুক্ত শিক্ষা ও তারবিয়াতের অভাবে দিশাহারা ও পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে আজ পর্যন্ত এখানে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির কোনই ব্যবস্থা করা ত হয়ই নাই উপরন্তু এখানে নানা দেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের চুক্তি করার সাথে সাথে তাহাদের সহিত সংস্কৃতি বিনিময় চুক্তি করিয়া দেশের যুবক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং হইতেছে, ফলে স্কুল কলেজে ঐ সকল দেশের আচার ব্যবহার ছাড়াও তাহাদের আকীদা বিশ্বাস দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। একদিকে খৃষ্টান মিশনারী স্কুল সমূহের প্ররোচণা ও মনঃ মুগ্ধকর শিক্ষা পদ্ধতি আর অপর দিকে ইংলণ্ড আমেরিকা এবং চীন রাশিয়ার উলঙ্গ তহযীব ও নাস্তিকতাপূর্ণ পত্র পত্রিকায় ছাত্রদের রিডিং রুম ভরিয়া উঠিতেছে আমরা এইসব দেখিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া পাকিস্তানের ভবিষ্যত অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করেন এবং কর্তৃপক্ষকে ইহা বুঝিবার শক্তি দেন ইহাই প্রার্থনা করি

—সম্পাদক

(৫১১ র পাতার পর)

মুসলুল্লাহ সঃ র আশিকগণের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। অতএব যদি ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহঃ প্রতি কুফরের ফতুয়া প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ইবাদত ও যিকরে ইলাহীতে মগ্ন থাকিবার সুযোগ দিয়া তাঁহার প্রাণকে প্রাণ দাতার হস্তে অর্পন করার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তাহাতে দুঃখ বা অনুতাপ করার কিছুই নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য এবং উচ্চ পদ মর্যাদা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আল্লাহ এইরূপ নিয়ামত এমন ব্যক্তিকেই প্রদান করিয়া সারফারায করেন যিনি তাঁহার দরবারে নৈকট্য লাভের উপযোগী হন। এই রাস্তার পথিক কেবল একটি পথ ধরিয়া চলিতে থাকে সে এক জনের সন্তুষ্টির জন্য নিজের লক্ষ লক্ষ আনন্দকে কুরবান করিয়া দেয়, সে দুনিয়ার সকল সৃষ্টি হইতে বেপরওয়া হইয়া কেবল একজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়, এখানে সে বুদ্ধি বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করে না এবং নিজের হিতাহিতের কথাও চিন্তা করে না এ সম্বন্ধে জাতীয় কবি ইকবাল বলেন,

"নমরূদের আগুন মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে ইশক যখন
উচ্চে বসে অবাক হয়ে দেখতে থাকে জ্ঞান যে তখন।"

এই পথে সব সময় জ্ঞান ও বিবেকের প্রয়োজন হয় না কখন কখন উহাকে বর্জন করিয়াও চলিতে হয়।

প্রাণের সাথে জ্ঞান প্রহরীর খুব ভাল থাকাও
কিন্তু কখন কখন তাহারে একা ছাড়িয়াও দাও।

[ইকবাল]

[২৬—২—৬৭ ইং তারিখে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে "শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া" সম্পর্কে ইসলামী একাডেমী হলে অনুষ্ঠিত বিশেষ সেমিনারে লেখক কর্তৃক পঠিত উর্দু প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

www.ahlehadeethbd.org

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল
কাফী আলকুরায়শীর অবিস্মরণীয়
অবদান

ফি র্কা ব ন্দী

বনাম

অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

তফ্সীর, হাদীস, ইলমে হাদীস, শরূহে আহাদীস, ফিক্হ, আকায়িদ, ইল্মে কালাম, তারীখ, রিজাল প্রভৃতি বিষয়ে সর্বমোট ৭৭ খানা প্রামাণ্য মৌল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তথ্য সমৃদ্ধ এই গবেষণামূলক পুস্তকে আছে :—

মহামতি ইমামগণের আদর্শ ও নীতির জ্ঞানগর্ভ যুক্তিনির্ভর নিরপেক্ষ আলোচনা।

মূল্য : সাধারণ বাঁধাই : ২'০০
বোর্ড বাঁধাই : ২'৫০

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস
কর্তৃক
প্রকাশিত ও পরিবেশিত পুস্তকের পরিচয়বহ

বিস্তারিত তালিকা---

(ভাল বই পড়ুন)

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১০ (দশ) পয়সার ডাক টিকিটসহ চিঠি পাঠাইলে যে কেহ ঘরে বসিয়া উহা বিনামূল্যে পাইতে পারেন।

প্রাপ্তিস্থান :

৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা—২

মোতিয়ারূক

মোতিয়ারূক বিভিন্ন রোগের বিশেষতঃ মোতিয়াবীনের [চক্ষের ছানির] মহৌষধ। মোতিয়ারূক ব্যবহারে অল্প দিনে অপারেশন ব্যতীত মোতিয়াবীন রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

মোতিয়ারূক চোখের দৃষ্টিক্ষীণতা, পরদা পড়া, ফুলিয়া যাওয়া, আচড় লাগা ও চক্ষু লাল হওয়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ উপকারী।

মোতিয়ারূক দৃষ্টিশক্তি সতেজ করে, ফলে চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

মোতিয়ারূক যাবতীয় চক্ষু রোগের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ।

ঔষধ ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য লিখুন :

ম্যানেজার,
বায়তুল হিকমত লোহারীমণ্ডী, লাহোর, পশ্চিম পাকিস্তান।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca-2, East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org